নারী-পুরুষের মধ্যে প্রাকৃতিক পার্থক্য ছাড়া অন্য সব পার্থক্যই কৃত্রিম। ঐতিহাসিক বিকাশের একটি পর্যায় এই কৃত্রিম পার্থক্যগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে, ঐতিহাসিক বিকাশের অন্য এক পর্যায় এই সমস্ত পার্থক্যগুলো শেষ করে দেবে। এই পর্যায়টি আসলে শুরুই হয়ে গেছে। মানব জাতির দুই রূপের মধ্যকার সম্পর্ক যখন সহজ, স্বাভাবিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে তখনই মানবজাতি তার হারিয়ে ফেলা অখণ্ড সত্তাকে আবার ফিরে পাবে। এই লক্ষ্যের দিকে যাত্রাপথ এমন এক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যাবে যার পতাকায় লেখা থাকবে 'সমাজতন্ত্র ও নারীমুক্তি'।

- বিনোদ মিশ্র ("মার্কসবাদের প্রেক্ষাপটে নারীমুক্তি")

নারী আন্দোলন এবং কমিউনিস্ট পার্টি

অরিন্দম সেন

সি পি আই (এম-এল) লিবারেশন

নারী আন্দোলন এবং কমিউনিস্ট পার্টি

লেখক ঃ অরিন্দম সেন
সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি
সি পি আই (এম-এল) লিবারেশন

মূল্য ঃ ১০ টাকা

নভেম্বর, ২০১০

সি পি আই (এম-এল) লিবারেশনের
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে
কল্যাণ গোস্বামী কর্তৃক
২১/১/১, ক্রীক রো, কলকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত ও
ক্যালকাটা গ্রাফিক প্রাইভেট লিমিটেড
৩এ মানিকতলা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট
কলকাতা-৫৪ হইতে মুদ্রিত।

নারী আন্দোলন এবং কমিউনিস্ট পার্টি

"মহিলারা জেগে ওঠো; যুক্তির ঘন্টাধ্বনি গোটা বিশ্ব জুড়েই শোনা যাচ্ছে; নিজের অধিকারগুলো সম্পর্কে সচেতন হও ...। শৃঙ্খলিত পুরুষ তার শক্তিকে বহুগুণ বাড়িয়েছে। কিন্তু সেই শৃঙ্খলকে ভাঙ্গতে তার দরকার তোমাদের সহযোগিতা। পুরুষ নিজে স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু সঙ্গিনীদের প্রতি চলছে অবিচার। হে নারী সমাজ! আর কতদিনে তোমাদের চোখ খুলবে?"

ফরাসী বিপ্লব যখন তার শীর্ষবিন্দুতে, তখন ঐ কথাগুলো বলেছিলেন অলিম্পিয়া ডি গগস। আর ঐ উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে "নারীর অধিকার সম্পর্কিত ঘোষণা" (১৭৭১) থেকে—যা ছিল সাংবিধানিক সভার পূর্বে গৃহীত "মানুষের অধিকার সম্পর্কিত ঘোষণা"রই প্রত্যুত্তর। ঠিক তার পরের বছর প্রকাশিত হয় মেরি উলস্টোনক্রফট-এর যুগান্তকারী পুস্তিকা "নারীর অধিকারের যৌক্তিকতা"। নিঃসন্দেহে ডি গগস এবং উলস্টোনক্রফট নারী স্বার্থের প্রথম বা শেষ সেনানী ছিলেন না। যেমন "মহিলাদের কাছে একটি ভাবার মত প্রস্তাব" (১৬৯৪) গ্রন্থের লেখিকা মেরি অসটেলের নাম মনে পড়ে। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন অসামান্য দূরদৃষ্টির অধিকারী। উদাহরণস্বরূপ, উলস্টোনক্রফট নারীদের সমান ভোটাধিকারের সপক্ষে সুচিন্তিত যুক্তি হাজির করে জে জে রুশোর মতন দিকপালদের পুরুষতান্ত্রিক পক্ষপাতকে সমালোচনার বাণে বিদ্ধ করেছিলেন (রুশো ছিলেন সমান ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে)। কিন্তু নারীর বন্দীদশার প্রকৃত কারণ এবং তা থেকে মুক্তির প্রকৃত শর্তাবলী সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণার অভাব ছিল ঐ সমস্ত সাহসী সৈনিকদের মধ্যে। তবে এ ভুলের জন্য তাঁরা দায়ী ছিলেন না। এই উপলব্ধি গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল কেবলমাত্র ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, যখন বেশ কিছু বিকাশধারার (যেমন—আধুনিক সর্বহারার আবির্ভাব, প্রকৃতি ও সমাজ বিজ্ঞানে বিরাট অগ্রগতি ইত্যাদি) ফলে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। তখন থেকে মার্কসবাদ ও তার সাংগঠনিক আধার কমিউনিস্ট পার্টি নারী-চেতনার উন্মেষে ও নারীমুক্তির শতাব্দী-প্রাচীন আন্দোলনে এক নতুন বিপ্লবী মাত্রা যুক্ত করতে থাকল। নিপীড়নমূলক সমগ্র সমাজটারই বিপ্লবী রূপান্তরসাধনে সমস্ত নিপীড়িতদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সঙ্গে নারী আন্দোলনকে চেতনা ও সংগঠন উভয় স্তরেই পূর্বেকার তুলনায় অনেক বেশি নিবিড়ভাবে একাত্ম করে কমিউনিস্ট নারী আন্দোলন ও স্বতন্ত্র নারী আন্দোলন সমান্তরালভাবে এগিয়ে চলল, আর উভয় ধারাই পুষ্ট হতে থাকল ঐক্য ও সংগ্রামের এক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে।

প্রথম ভাগ ঃ বুনিয়াদী তত্ত্ব

এক সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ

মার্কসবাদী বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গির জন্মলগ্ন থেকেই নারী-পুরুষ সম্পর্ক, নারীর বন্দিদশা ও মুক্তি-বিষয়ক প্রশ্নগুলো তার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তথা কেন্দ্রীয় উপাদান হিসাবেই থেকেছে। ১৮৪৪-এর অর্থনৈতিক ও দার্শনিক পাণ্ডুলিপিতে তরুণ মার্কস লিখেছিলেন, "মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রত্যক্ষ, স্বাভাবিক ও অপরিহার্য সম্পর্কটি হল নারী-পুরুষ সম্পর্ক। উভয় লিঙ্গের এই প্রাকৃতিক সম্পর্কের মধ্যেই ... ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপে প্রকাশিত হয় বা একটি পর্যবেক্ষণযোগ্য বাস্তবতা

হিসাবে বোঝা যায় যে মানবিক সারমর্ম সত্যিই কতটা মানুষের প্রকৃতিগত ব্যাপার হয়ে উঠেছে। সুতরাং এই সম্পর্ক থেকেই মানুষের সামগ্রিক বিকাশের স্তরটিকে বোঝা যায় ... অনুধাবন করা যায়, নিজস্ব ব্যক্তিসত্তার মধ্যে সে কতটা সমগ্র সামাজিক সত্তা হয়ে উঠেছে।" নানা উদাহরণ দিয়ে কেউ দেখাতে পারেন যে মার্কস তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গিকে পরবর্তীকালে আরও বিকশিত করেছিলেন। কিন্তু সে সবের মধ্যে না গিয়ে আমরা সরাসরি চলে আসব এ প্রসঙ্গে মার্কসবাদের সর্বোত্তম সৃষ্টি ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস্-এর "পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি" (এরপর থেকে 'উৎপত্তি' হিসাবে উল্লেখ করা হবে—লেখক) গ্রন্থে। বহুলাংশে এটি আসলে এঙ্গেলস্ ও মার্কস-এর মিলিত রচনা, কারণ লুইস এইচ মর্গানের "প্রাচীন সমাজ" (১৮৭৭) বইটি—যার ওপর ভিত্তি করে 'উৎপত্তি' গ্রন্থটি রচিত হয়—সেটি নিয়ে মার্কসও বেশ কিছু নোট তৈরী করেছিলেন এবং তা থেকে এঙ্গেলস বহু কিছুই গ্রহণ করেছিলেন।

১৮৮৪ সালে প্রকাশিত 'উৎপত্তি' গ্রন্থটি মহিলাদের ওপর অত্যাচারকে বিশ্লেষণ করেছে দুটি দিক থেকে ঃ (ক) জীবনধারণ তথা উৎপাদনের ধরন এবং প্রজনন বা বংশবৃদ্ধি—এই দুয়ের ভেতরকার সম্পর্ক এবং (খ) একদিকে পরিবারের রূপ এবং অপরদিকে সম্পত্তি মালিকানার ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র—এই দুয়ের মধ্যেকার যোগসূত্র। প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধে এই বিষয়টাই পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে ঃ

"বস্তুবাদী ধারণা অনুযায়ী শেষ বিচারে ইতিহাসের নির্ধারক উপাদান হল, জীবনের আশু প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুগুলোর উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন। এটার আবার রয়েছে দুটি দিক। একদিকে রয়েছে, বেঁচে থাকার সামগ্রীসমূহর (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান) এবং সেগুলো তৈরী করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলোর উৎপাদন; অপরদিকে মানবজাতির নিজেরই বংশবৃদ্ধি করা। এই দুই ধরনের উৎপাদনের ওপর—অর্থাৎ একদিকে শ্রমের বিকাশ-স্তর ও অন্যদিকে পরিবারের বিকাশ-স্তরের ওপর—নির্ভর করে এক নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সময়কালে একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর সামাজিক সংগঠন কি রকম হবে।"

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের এই ভিত্তির ওপর নিজেকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে এবং দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে পরিবার নামক মহিমান্বিত প্রতিষ্ঠানটির বিবর্তন অনুসন্ধান করতে গিয়ে এঙ্গেলস নারীর বন্দীত্বের উৎস এবং তার বর্তমান অবস্থা-কে উদ্‌ঘাটিত করেন। তাঁর প্রধান পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের রূপরেখা নিয়ে এবার আমরা আলোচনা করব।

পরিবারের বিবর্তনের পর্যায়ক্রম ঃ

বেশিরভাগ পশুর মতোই, মানুষের মধ্যেও শুরুতে প্রচলিত ছিল অবাধ যৌন সংসর্গ। সেখান থেকে ধাপে ধাপে পরিবারের প্রথম রূপ স্বগোত্র বিবাহ (কনস্যাঙ্গুইন ফ্যামিলি)-র উদ্ভব হয়। কেবলমাত্র মাতা-পিতার সঙ্গে সন্তানদের যৌন সম্পর্কটা বাতিল বা নিষিদ্ধ হল; ভাই-বোনেদের মধ্যে তা স্বাভাবিক ব্যাপার হিসাবে অব্যাহত থাকল।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক অবলুপ্ত হয়। শুরুতে সহোদরদের মধ্যে, তারপর ক্রমশ মাসতুতো, পিসতুতোদের মধ্যেও বিবাহ নিষিদ্ধ হল। এই প্রক্রিয়ায় গোষ্ঠী বিবাহ বা গ্রুপ ম্যারেজ বিকাশ লাভ করে, যেখানে স্বামীদের একটি গোষ্ঠী বা গ্রুপের সঙ্গে স্ত্রীদের একটি

গ্রুপের বিবাহ হত। পরিবারের এই ধরনটির ক্ষেত্রে (পরিবারের আদিম রূপগুলোর মতই) সন্তানের পিতৃপরিচয় অজানাই রয়ে যেত। যদিও মাতৃপরিচয় নিয়ে কোনও সংশয় থাকত না। ফলে বংশধারা কেবল মায়ের দিক থেকেই নির্ধারণ করা যেত, মায়ের ধারাই স্বীকৃতি পেত। একেই বলে মাতৃ অধিকার বা জননী-বিধি বা মাতৃতন্ত্র।

তৃতীয় পর্যায়ে জোড় বাঁধা পরিবার বিকাশ লাভ করে। যেখানে একজন পুরুষ ও একজন নারী পরিবার হিসাবে থাকত। এই সম্পর্কটি এমনই ছিল যেখানে 'বহুগামিতা' এবং বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক বজায় রাখা পুরুষদের অধিকার হিসাবে স্বীকৃত ছিল, কিন্তু যতদিন এক নারী কোন পুরুষের সঙ্গে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তার কাছ থেকে কঠোরতম আনুগত্য দাবি করা হত। নারীর তরফে কোন ব্যাভিচার ঘটলে তাকে নির্মভাবে শাস্তি দেওয়া হত। যে কারুর তরফ থেকে বিবাহ বন্ধনকে অনায়াসেই ছিন্ন করা যেতে পারত। আর বিচ্ছেদের পর, আগের মতোই, সন্তান মায়ের কাছে মায়ের অধিকারে থাকত।

ক্রমান্বয়ে পশুপালন, গবাদি পশুর প্রজনন, ধাতুর ব্যবহার, বয়ন ও জমি চাষাবাদ প্রভৃতির সূচনা ঘটায় সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকল। লোহার লাঙ্গলের প্রচলন হওয়ার পর বৃহত্তর পরিধি জুড়ে জমির চাষাবাদ সম্ভবপর হয়ে উঠল। আর এই সমস্ত কাজের জন্য দাস (যেমন, পরাভূত শত্রুদের থেকে সংগৃহীত)-দের আরও বেশি করে কাজে লাগানো হতে থাকল। পারিবারিক সম্পদ (দাস সহ) বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবারে নারীর তুলনায় পুরুষের স্থান আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। অপরদিকে, শক্তিশালী অবস্থানের এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পুরুষেরা উত্তরাধিকারের প্রচলিত প্রথাকে উৎখাত করে নিজের সন্তানদের অনুকূলে পাল্টে নিতে চাইল। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত মাতৃ অধিকার বা জননী-বিধির দ্বারা বংশ পরিচয় নির্ধারিত হত, ততদিন তা ছিল অসম্ভব। তাই জননী-বিধির উৎখাত করা প্রয়োজন হয়ে পড়ল, আর হলও তাই। সেই সঙ্গে বিশ্ব-ঐতিহাসিক দিক থেকে নারী জাতির পরাজয় ঘটল। পুরুষেরা গৃহস্থালীতেও নিয়ন্ত্রণ কায়েম করল; নারী অবনমিত হয়ে গোলামী স্বীকার করতে বাধ্য হল। নারী পুরুষের কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা দাসী এবং সন্তান উৎপাদনের নিছক এক যন্ত্রে রূপান্তরিত হল। নারীদের এই স্খলিত অবস্থানকে পরিবর্তীকালে ক্রমশ কিছুটা নরমভাবে এবং রেখে ঢেকে গৌরবান্বিত করে বা সুন্দর মোড়কে মুড়ে হাজির করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু কোনদিনই তার সারমর্মকে বিলোপ করা হয়নি। এইভাবেই উদ্ভব ঘটল পুরুষের ক্ষমতার ভিত্তিতে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার।

এই ধরনের পরিবারগুলোর মধ্যে দেখা যায় জোড় পরিবার থেকে চতুর্থ স্তরে—একনিষ্ঠ বিবাহ প্রথায়—উত্তরণ। স্ত্রীর আনুগত্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার জন্য এবং সন্তানদের পিতৃত্ব সঠিকভাবে নিরূপণ করার জন্য প্রয়োজন হল নারীকে সম্পূর্ণভাবে পুরুষের অধীনে রাখা। যদি স্বামী স্ত্রীকে হত্যাও করে তবে মনে করা হত সে তার অধিকারকেই প্রয়োগ করছে। আমরা এই ধরনটির বা পর্যায়টির আলোচনা কিছুটা বিস্তারিতভাবে করব, কারণ এটাই বর্তমানে সাধারণভাবে একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জোড় বাঁধা পরিবারের তুলনায় একনিষ্ঠ বিবাহের পার্থক্য হল, শেষোক্তটির বৈবাহিক বন্ধন অনেক বেশি মজবুত, যা কোনও এক পক্ষের মর্জির ভিত্তিতে ভেঙ্গে দেওয়া যেত না। নিয়ম অনুযায়ী, কেবল পুরুষেরই অধিকার ছিল বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার। দাম্পত্য জীবনে

একনিষ্ঠতার ব্যাপারটি কেবল নারীর জন্যই প্রযোজ্য ছিল, পুরুষের জন্য নয়।

কোন ব্যক্তিগত যৌন প্রেমের মধ্যে দিয়ে একবিবাহ প্রথার উদ্ভব ঘটেনি। কারণ বিয়ে ব্যাপারটা আগের মতই কিছু সুযোগ সুবিধের কথা ভেবে ঠিক হত। সেটাই ছিল পরিবারের প্রথম রূপ, যা কোন প্রাকৃতিক ভিত্তিতে নয়, বরং অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর—সম্পত্তির আদিম, স্বাভাবিক যৌথ মালিকানার জায়গায় ব্যক্তিগত মালিকানার বিজয়ের ওপর— দাঁড়িয়ে ছিল। তার মুখ্য লক্ষ্যই ছিল পরিবারে পুরুষকে শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তার সম্পত্তির উত্তরাধিকার যাতে প্রশ্নাতীতভাবে তারই সন্তানদের ওপর বর্তায় সেটা সুনিশ্চিত করা। পরিবারের এই রূপটির উদ্ভব ঘটেছে পুরুষ-নারীর মধ্যে কোন সম্প্রীতির ভিত্তিতে নয়, বরং এক লিঙ্গ কর্তৃক অপর লিঙ্গকে দমিত করার মাধ্যমে। আর সেইসঙ্গে শুরু হয়েছে লিঙ্গগুলোর মধ্যেকার এমনই একটা সংগ্রাম, পূর্বেকার গোটা প্রাগৈতিহাসিক যুগে যার হদিশ পাওয়া যায়নি।

ইতিহাসে প্রথম শ্রেণী-দ্বন্দ্ব আর একগামিতা ভিত্তিক বিবাহে পুরুষ-নারী দ্বন্দ্ব—এ দুটি ব্যাপার একই সময়কালে আবির্ভূত হয়। আর প্রথম শ্রেণী নিপীড়নটি পুরুষ কর্তৃক নারী নিগ্রহের সঙ্গেই উদ্ভূত হয় (অনুবাদকের নোট—এ দুটি জিনিস পৃথক, কিন্তু সমকালীন)। এঙ্গেলস দেখিয়েছিলেন, যেসব স্ত্রী স্বামীর ওপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল তাঁরা আসলে যৌন ও সামাজিক সেবাদানের বিনিময়ে জীবনধারণ করেন, যেমনটা বেশ্যাদেরও করতে হয়। সুতরাং বেশ্যা ও বেশ্যাবৃত্তি সম্পর্কে বুর্জোয়া নৈতিকতার আস্ফালন ভণ্ডামি ছাড়া কিছু নয়।

মহিলাদের আর্থ-সামাজিক নির্ভরশীলতা সম্পর্কে এঙ্গেলসের বিশ্লেষণ আমাদের দেশে, বিশেষত গ্রামীণ ভারতে পুরোপুরি প্রযোজ্য। জমির অধিকার, স্থায়ী চাকরি ইত্যাদি না থাকায় অধিকাংশ মহিলার ক্ষেত্রে বিয়েটাই হয়ে দাঁড়ায় বেঁচে থাকার উপায়। তার মানে এই নয় যে একনিষ্ঠ বিবাহ বা পার্টনারশিপ কখনই মোটামুটি গণতান্ত্রিকভাবে চলতে পারে না। যে সমস্ত নারী কিছুটা আর্থিক স্বনির্ভরতা ও সামাজিক স্বাধীনতা (যেমন, সহজ বিবাহ বিচ্ছেদ, সম্পত্তির অধিকার) ভোগ করেন এবং যাঁদের জীবনসঙ্গী প্রগতিশীল ও আলোকপ্রাপ্ত তাঁদের ক্ষেত্রে এটা সম্ভব হতেই পারে।

শ্রমজীবী শ্রেণীর মহিলাদের ক্ষেত্রে অবস্থাটা কেমন? এঙ্গেলস বলেছিলেন, তাঁরা অপেক্ষাকৃত স্বাধীন। আমাদের দেশে কথাটা যে সর্বক্ষেত্রে পুরোপুরি সত্য, এমন নয়। শ্রমজীবী মহিলাদের একটা অংশ তুলনামূলকভাবে বেশী অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা ভোগ করলেও, তাঁদের অনেকেই পৃথক রোজগার থাকা সত্ত্বেও গার্হস্থ্য হিংসার শিকার হয়ে থাকেন।

এর পর কী?

তবে এসব কিছুরই পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এঙ্গেলস বলছেন, "আমরা এমন এক বিপ্লবের দিকে এগিয়ে চলেছি, যখন এতদিন পর্যন্ত যে একবিবাহ প্রথা ও তার সঙ্গে সঙ্গে পতিতাবৃত্তিও চলেছে তার অর্থনৈতিক ভিত্তিটাই সরে যাবে। সমাজে একবিবাহ প্রথার উদ্ভব হয়েছে তখনই, যখন একজনের হাতে, নির্দিষ্টভাবে একজন পুরুষের হাতে, অনেক সম্পদ জমেছে, আর সে চেয়েছে তার সম্পত্তি যেন তার নিজের সন্তান ছাড়া আর কেউ না পায়। তাই নারীদের জন্যেই একবিবাহ বাধ্যতামূলক হয়েছে, পুরুষদের জন্যে নয়; আর নারীদের ক্ষেত্রে একবিবাহ প্রথার প্রচলন পুরুষদের গোপনে বা প্রকাশ্যে বহুপত্নী গ্রহণের পথে কোন বাধা হয়নি। যাই হোক, আসন্ন

সমাজবিপ্লব স্থায়ী ও উত্তরাধিকারযোগ্য সম্পত্তিগুলির সিংহভাগকে—উৎপাদনের উপকরণগুলিকে—সামাজিক সম্পদে পরিণত করে এই সব উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত দুশ্চিন্তার অনেকটাই অবসান ঘটাবে।

উৎপাদনের উপকরণগুলি যখন সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত হবে, তখন সর্বহারাশ্রেণী, মজুরী শ্রমও অবলুপ্ত হবে, নিশ্চিহ্ন হবে অর্থের জন্যে কিছু মহিলার আত্মসমর্পণ করার প্রয়োজনীয়তা। দেহ-ব্যবসার দিন শেষ হবে, একবিবাহ প্রথা ভেঙে পড়ার বদলে অবশেষে হয়ে উঠবে এক বাস্তবতা, যা এখন পুরুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। অণু পরিবারগুলো আর সমাজের অর্থনৈতিক একক হিসাবে থাকবে না। ব্যক্তিগত গৃহস্থালীর কাজ সামাজিক শিল্পে পরিণত হবে। শিশুদের যত্ন ও শিক্ষার বিষয়টি হবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব; সমাজ সমস্ত শিশুদেরই সমান চোখে দেখবে, সে তারা বৈধ বা অবৈধ যাই হোক না কেন। এর ফলে মেয়েরাও প্রিয়তমের কাছে নিজেদের উজাড় করে দিতে পারবে, কারণ নৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে তার 'ফলাফল' সম্বন্ধে তখন আর এখনকার মত এত দুশ্চিন্তা থাকবে না।

অর্থনৈতিক কারণেই—নিজেদের ভরণপোষণের জন্যে, বিশেষ করে সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যৎ ভেবেই—মহিলারা পুরুষদের দ্বিচারিতা বা বিশ্বাসঘাতকতা সহ্য করতে বাধ্য হন। সেই অর্থনৈতিক বশ্যতার কারণগুলি যদি দূর হয়ে যায়, নারী যদি পুরুষের সমান অধিকার পায়, তবে নারীর সেই সমমর্যাদা তাদের বহুগামিনী করে তুলবে না, বরং পুরুষরাই প্রকৃতপক্ষে একগামী হয়ে উঠবে। অতীতের সব অভিজ্ঞতা থেকেই একথা বলা যায়।

প্রকৃত একগামী বিবাহ প্রচলিত হলে তা থেকে নিশ্চিতভাবে উধাও হবে সেই সমস্ত চরিত্রলক্ষণ, যা সম্পত্তি-সম্পর্ক থেকেই উদ্ভূত। এগুলো হল—প্রথমত পুরুষের আধিপত্য এবং দ্বিতীয়ত বিবাহবন্ধনের অবিচ্ছেদ্যতা। ..."

বেশ, এগুলো হচ্ছে সেই সমস্ত নেতিবাচক দিক যা দূর হবে। "কিন্তু কী যোগ হবে? নতুন এক প্রজন্ম বেড়ে ওঠার পরই এ প্রশ্নের মীমাংসা করা যাবে ঃ এমন একটা পুরুষ প্রজন্ম যা জীবনে কখনও অর্থ বা অন্য কোন সামাজিক ক্ষমতা দিয়ে কোন মহিলার আত্মসমর্পণ কেনার চেষ্টা করেনি এবং এমন এক নারীপ্রজন্ম যা প্রকৃত প্রেম ছাড়া অন্য কোন কারণেই পুরুষের কাছে আত্মদান করতে বাধ্য হয়নি বা আর্থিক পরিণতির আশঙ্কায় প্রিয়তমের কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়া থেকে বিরত থাকেনি।

একবার এ ধরনের মানুষ জন্ম নিলে, তাদের ইতিকর্তব্য সম্পর্কে আজ আমরা কী ভাবছি সেজন্য তারা থোড়াই কেয়ার করবে। তখনকার রীতিনীতি, জনমত ও সেই অনুযায়ী ব্যক্তিগত আচার-আচরণই বা কী ধরনের হবে, তা তারা নিজেরাই ঠিক করে নেবে—এ সম্পর্কে এটাই হল শেষ কথা।" (প্রাগুক্ত)

পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং রাষ্ট্র—উৎপীড়নের ত্র্যহস্পর্শ

আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সঞ্চয় এবং শ্রেণীর উদ্ভবের সাথে সাথে কীভাবে পরিবারের অভ্যন্তরে লিঙ্গ উৎপীড়ন প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা নেয়। আদিম গোষ্ঠীভিত্তিক/কমিউনিস্ট সমাজ থেকে শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে উত্তরণের এই বিশ্ব-ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটি স্বভাবতই পৃথিবীর নানা প্রান্তে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ রূপের মধ্যে দিয়ে গেছে।

উদাহরণস্বরূপ, আমাদের দেশে বর্ণব্যবস্থা এবং পরবর্তীতে জাতপাত প্রথার সঙ্গে মিলে শ্রেণীবিভক্ত সমাজ বিশেষ করে মহিলাদের ওপর নিপীড়ন নির্মম ও দীর্ঘস্থায়ী করেছে। কিন্তু শ্রেণী ছাড়াও (আমাদের দেশে এর সঙ্গে রয়েছে জাতপাত) সেই একই সামাজিক বিবর্তন থেকে উদ্ভূত হয় রাষ্ট্র। 'উৎপত্তি'তে এঙ্গেলস দেখিয়েছেন যে, "... এই সমস্ত সংঘাতময় অর্থনৈতিক স্বার্থ-সম্বলিত শ্রেণীগুলো যাতে অন্তহীন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে নিজেদের তথা গোটা সমাজকে শেষ না করে ফেলে তার জন্য এমন একটা শক্তির প্রয়োজন ছিল যাকে দেখে মনে হবে যেন তা সমাজের উর্ধ্বে, যা এই সংঘাতকে প্রশমিত করবে এবং "বিধিব্যবস্থা"র সীমার মধ্যেই তাকে আবদ্ধ করে রাখবে। এই শক্তি, যা সমাজের মধ্যে থেকে উদ্ভূত কিন্তু তার ঊর্ধ্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং নিজেকে ক্রমে ক্রমে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে—সেই শক্তিই হলো রাষ্ট্র।"

সংখ্যায় বিপুল শ্রমজীবী শ্রেণীগুলোকে দমিয়ে রাখার জন্য মুষ্টিমেয় শাসকশ্রেণীর হাতে রাষ্ট্র একটা হাতিয়ার। এটা পরিবার এবং ব্যক্তিগত মালিকানার মতই বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে পার হয়েছে। নগর রাষ্ট্র থেকে সাম্রাজ্য (রানীর শাসন ছিল এক ব্যতিক্রমী ঘটনা, কারণ বহু আগেই মায়ের অধিকারকে খর্ব করা হয় এবং পিতা থেকে পুত্রের মধ্যেই সমস্ত উত্তরাধিকার স্বীকৃত ছিল) আর পরবর্তীতে আধুনিক সংসদীয় গণতন্ত্র—এই সমস্ত রূপগুলো বিরাট মাত্রায় পরিবর্তিত হলেও অন্তর্বস্তুতে মূলগতভাবে তা ছিল অভিন্ন। অতীতের মতই আজও রাষ্ট্র নিরপেক্ষতার ভান করলেও, আসলে সে ধনী ও ক্ষমতাবানদেরই স্বার্থবাহী। সে সমাজের প্রচলিত পুরুষ আধিপত্যকে সুরক্ষিত ও শক্তিশালী করে। সমস্ত আইন-কানুন, বিচার ব্যবস্থা, পুলিশ, মিলিটারি এবং শাসন যন্ত্রের গোটা ব্যবস্থাটাই নারীর বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্ট। এই কারণে সমস্ত নিপীড়িত অংশ ও শ্রেণীগুলোর সঙ্গে মিলিতভাবে মহিলারাও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হন এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে তাকে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেন। তার জায়গায় স্থাপিত হয় বিপ্লবী সর্বহারা শ্রেণীর রাষ্ট্র, যা উৎখাত হয়েও নিশ্চিহ্ন না হওয়া বুর্জোয়াদের ওপর একনায়কত্ব কায়েম করে এবং অবশ্যই নারী সমাজ সহ সমগ্র মেহনতী মানুষের জন্য প্রকৃত সমতা ও গণতন্ত্রকে সুনিশ্চিত করে তোলে। বর্তমানে, অর্থাৎ পুঁজিবাদী যুগে, নারীদের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করার পর আমরা এই বিষয়ে ফিরে আসব।

পুঁজিবাদের অধীনে নারী সমাজ ঃ অগ্রগতি এবং পশ্চাদমুখীনতা

'উৎপত্তি' গ্রন্থে এঙ্গেলস লিখেছেন, "আজকের দিনে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুরুষকেই উপার্জন করতে হয়, পরিবারের জন্য তাকে অন্নের সংস্থান করতে হয়, অন্তত সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলোর ক্ষেত্রে একথা সত্য। আর এ জন্যই পরিবারে পুরুষের আধিপত্য থাকে, বিশেষ কোন আইনি সুযোগ সুবিধার প্রয়োজন পড়ে না। পরিবারের অভ্যন্তরে পুরুষ হল বুর্জোয়া, আর স্ত্রী সর্বহারার প্রতিভূ।

"... নারী ও পুরুষ আইনের চোখে সম্পূর্ণ সমান হয়ে উঠলে কেবল তখনই আধুনিক পরিবারে নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্যের নির্দিষ্ট চরিত্রটি পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে। নারী-পুরুষের প্রকৃত সামাজিক সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন এবং উপায়টিও তখন সামনে এসে যায় এবং একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে নারীমুক্তির প্রথম শর্তই হল সমগ্র নারীসমাজের আবার

সামাজিক উৎপাদিকা শ্রমে ফিরে আসা এবং সমাজের অর্থনৈতিক ইউনিট হিসাবে পরিবারের বর্তমান চরিত্রকেও পাল্টে ফেলা।"

সামন্ততন্ত্রের তুলনায় পুঁজিবাদ নারীকে আধুনিক শিল্প ও অন্যান্য উৎপাদনশীল শ্রমে ফিরে আসার অনেকটা সুযোগ করে দেয়। সেই অর্থে পুঁজিবাদের মধ্যে যেখা যায় এক প্রগতিশীল সম্ভাবনা, নারীমুক্তির সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এক প্রশস্ততর অবকাশ। কিন্তু "সমাজের অর্থনৈতিক একক" হিসাবে পরিবারের চরিত্র তখনও থেকেই যায়, এমনকি তা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আর এভাবেই পুঁজিবাদ তার উপরোক্ত প্রগতিশীল সম্ভাবনাকে বাধা দেয় বা নাকচ করে। এই অর্থে ধনতন্ত্র এক পশ্চাদমুখী শক্তি হিসাবে কাজ করে। কিভাবে, তা আমরা দেখব।

পুঁজিবাদে মজুরি নির্ধারিত হয় একজন শ্রমিক কি উৎপাদন করছেন তার দ্বারা নয়, তাঁর তথা তাঁর পরিবারের ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মোট মূল্যের দ্বারা (পরিবারের ভরণপোষণের বিষয়টিও এখানে আসছে এ কারণেই যে, এটা ছাড়া বংশ-পরম্পরায় শ্রমশক্তির নিরবচ্ছিন্ন যোগান নিশ্চিত করা যায় না)। এখন, এই সব সামগ্রী কি কি? শুধুই খাদ্য, বস্ত্র নয়—খাদ্য প্রস্তুত করা, পোষাক তৈরী করা, শিশু বৃদ্ধ ও অসুস্থদের সেবা করা—এসবও একান্ত প্রয়োজন। একজন মহিলা যখন একজন স্ত্রী ও মা হিসাবে এই সব একান্ত প্রয়োজনগুলি মেটান তখন পুঁজিপতি কিন্তু এইসব পরিষেবার জন্য (রান্না, শিশুপালন ইত্যাদি) তাঁকে কোন পয়সাকড়ি দেয় না। সুতরাং ঘরের মধ্যে মহিলাদের কাজকর্ম হল প্রয়োজনীয় শ্রমের এক অদৃশ্য অংশ যার হিসাবও রাখা হয় না এবং যার বিনিময়ে টাকাও দেওয়া হয় না। ফলে এই গার্হস্থ্য শ্রম শ্রমিকের (তার পরিবার সহ) বেঁচে থাকার খরচা অনেকটা কমিয়ে রাখে। ফলত তা মজুরির সাধারণ হার কম রাখতে সাহায্য করে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে পুঁজিপতির জন্য শ্রমিকের পরিবার হল সস্তায় শ্রমশক্তি পুনরুৎপাদনের ক্ষেত্র। এমনকি সবচাইতে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতেও—এবং আমাদের মতো দেশে সবচাইতে 'আধুনিক' ও ধনী পরিবারগুলোতেও—গার্হস্থ্য শ্রমের প্রধান অংশটা মহিলাদেরই বহন করতে হয়। এটাকে এক 'ব্যক্তিগত' বা 'পারিবারিক' ব্যাপার বলে দেখা হয়, কিন্তু বাস্তবে এটা হল পুঁজিবাদী শোষণের এক অপরিহার্য অঙ্গ। আর এ কারণেই আমেরিকার মতো উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশেই হোক অথবা আমাদের মতো আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশে, "পরিবার" এত পবিত্র, মহান ব্যাপার বলে গণ্য হয়।

পরিবারের মধ্যে মহিলাদের এই পরোক্ষ শোষণের পাশাপাশি পুঁজিবাদ প্রত্যক্ষভাবেও মহিলা শ্রমিকদের শোষণ করে। পশ্চাদপদ এবং তুলানামূলকভাবে অগ্রসর—দু-ধরনের উৎপাদন পদ্ধতিতেই এটা কিভাবে ঘটে থাকে তার এক জীবন্ত বর্ণনা মার্কস তাঁর "পুঁজি" গ্রন্থে দিয়েছেন ঃ "খনিতে নারী এবং দশ বছরের কম বয়স্ক শিশুদের শ্রম নিষিদ্ধ হওয়ার আগে পর্যন্ত পুঁজিপতিরা সেখানে নগ্ন মহিলা ও কিশোরীদের কাজে লাগানোটা (বহুক্ষেত্রে পুরুষদের সঙ্গেই) নৈতিক ও আর্থিক দিক থেকে সঙ্গত বলেই মনে করত। ফলে এ ধরনের শ্রম আইনত নিষিদ্ধ হওয়ার পরেই কেবল তারা খনির মধ্যে যন্ত্রপাতির ব্যবহার শুরু করে। ইংলণ্ডে এখনও খালের মধ্যে দিয়ে নৌকো টেনে নিয়ে যাওয়ার কাজে অনেক সময় ঘোড়ার বদলে মেয়েদের ব্যবহার করা হয়। কেননা ঘোড়া বা মেশিন উৎপাদনের একটা নির্দিষ্ট ব্যয় আছে, কিন্তু অতিরিক্ত জনসংখ্যার দেশে

মহিলাদের টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় খরচ এতই কম যে তা হিসাবের মধ্যেই আসে না। তাই আমরা মেশিনপত্রের জন্মভূমি ইংলণ্ডেই দেখতে পাই এরকম জঘন্য উদ্দেশ্যে মানবিক শ্রমশক্তির এহেন নির্লজ্জ অপব্যবহার। ...

"মেশিনপত্র যেহেতু পেশীশ্রমের জায়গা অনেকটাই নিয়ে নেয়, তার সাহায্যে সেইসব শ্রমিককেও কাজে লাগানো সম্ভব হয়ে ওঠে, যাদের পেশীশক্তি কম অথবা শারীরিক গঠন তখনও সম্পূর্ণ হয়নি, কিন্তু যাদের হাত পায়ে নমনীয়তা বা ক্ষিপ্রতা আরও বেশী। এদিক থেকে নারী ও শিশুদের শ্রম কাজে লাগানোটা মেশিন ব্যবহারকারী পুঁজিপতিদের কাছে বিশেষ লাভজনক বলে বিবেচিত হতে থাকে ...।" উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন অর্থাৎ নারীশ্রমের নিয়োগ আবার পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ডেকে আনে ঃ "এর আগে পর্যন্ত একজন শ্রমিক কেবল নিজের শ্রমশক্তি বিক্রি করতেন এক স্বাধীন সত্তা হিসাবে। এখন তিনি নিজের স্ত্রী ও সন্তানকেও বিক্রি করতে শুরু করেন। তিনি হয়ে ওঠেন যেন এক দাস-ব্যবসায়ী ..."। (এখানে একটি ফুটনোটে মার্কস যোগ করছেন, ইংলণ্ডের কারখানাগুলোতে নারী ও শিশুদের শ্রমসময় হ্রাসের দাবিটি পুরুষ শ্রমিকরাই পুঁজিপতিদের কাছ থেকে আদায় করেছিলেন, কিন্তু সন্তানদের ক্ষেত্রে তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে অর্থাৎ দাস-ব্যবসায়ীদের মত আচরণ করেছিলেন—অ. সেন)

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মহিলাদের জীবনে পুঁজিবাদের রয়েছে এক পরস্পরবিরোধী ভূমিকা। একদিকে সে মহিলাদের এমনকি শিশুদেরও সামাজিক উৎপাদনে টেনে আনে। অপরদিকে, মহিলাদের মজুরিবিহীন গৃহশ্রমকে কাজে লাগিয়ে শ্রমের পুনরুৎপাদনকে আরও সস্তা করে তোলে এবং এইভাবে মজুরির সাধারণ স্তরকে নীচে নামিয়ে রাখে। মহিলারা যেহেতু গৃহশ্রমে বাঁধা পড়ে থাকেন, সেই অজুহাতে কর্মক্ষেত্রেও তাঁদের কম পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। মজুরির ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের এই বৈষম্য বেশী উন্নত বা কম উন্নত সব ধরনের দেশেই দেখা যায়। এছাড়া মহিলারাও "বেকারদের সংরক্ষিত বাহিনী"র সংখ্যাবৃদ্ধি করেন, ফলত মজুরি-স্তর নীচের দিকে থেকে যায়।

গৃহশ্রম থেকে মহিলাদের সম্পূর্ণ মুক্ত করার মত যথেষ্ট উদ্বৃত্ত পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদিত হয়। ফলে এই গার্হস্থ্য শ্রমের সামাজিকীকরণের বস্তুগত বা বৈষয়িক শর্তও পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উপস্থিত থাকে। কিন্তু পুঁজিবাদ কখনও সেই উদ্বৃত্তকে বৃহত্তর সামাজিক উদ্দেশ্যসাধনে ব্যবহার করে না, করবে না—তাকে রেখে দেবে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির বিপুল মুনাফার স্বার্থে। ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের মধ্যে দিয়েই উপরোক্ত বিপুল সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হতে পারে। এভাবেই তৈরী হতে পারে ব্যাপক শ্রমজীবী মানুষের অঙ্গস্বরূপ মহিলাদের মুক্তির অর্থনৈতিক পূর্বশর্ত এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল।

নারীমুক্তি ও সমাজতন্ত্র

এই আলোচনা পত্রের দ্বিতীয় অর্থাৎ ব্যবহারিক অংশে যাওয়ার আগে, আসুন আমরা এতক্ষণ যা শিখলাম তার সারসংকলন করি।

একটি অভিন্ন প্রক্রিয়ার তিনটি মাত্রা হিসেবে লিঙ্গ, শ্রেণী ও রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের উদ্ভব ঘটেছে

প্রায় একই সময়ে, তাই এই তিনের বিরুদ্ধে একসাথে লড়াই করা দরকার এবং পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে ও সাম্যবাদে রূপান্তরণের/উত্তরণের প্রক্রিয়ায় একই সাথে তাদের অবসান ঘটবে। বিপ্লবোত্তর সমাজ সমাজতন্ত্র/সাম্যবাদের নিম্নতর স্তর থেকে উচ্চতর স্তরে যত এগিয়ে যেতে থাকে, শ্রেণী সমূহ ও শ্রেণী সংগ্রামের অবশেষগুলো ততই ক্রমশ বিলীন হতে থাকে, ততই শ্রেণী শাসনের হাতিয়ার হিসেবে রাষ্ট্রও (সমাজতন্ত্রের প্রথম স্তরে সর্বহারার শাসন) তার প্রাসঙ্গিকতা হারাতে থাকে এবং তার অবসান ঘটে; ঠিক যেমন পরিবার বলতে আমরা বর্তমানে যা বুঝি তাও বিলীন হয়ে যায় অথবা তার বর্তমান স্বরূপটি আমূল বদলে যায়। উৎপাদকদের এক মুক্ত ও সমতা-ভিত্তিক সমিতির মাধ্যমে সমাজ উৎপাদনকে পুনর্গঠিত করে, নারী-পুরুষ সম্পর্কের আমূল পুনর্গঠন ঘটায় এবং মানবজাতি অবশেষে সমস্ত রকমের শোষণ ও নিপীড়ন থেকে মুক্ত হয়ে ওঠে।

মার্কসবাদের এই বুনিয়াদী তাত্ত্বিক অবধারণা এত সরলভাবে ও হুবহু বাস্তবে রূপায়িত হয়ে যাবে—এমনটা সম্ভব ছিল না এবং তা ঘটেওনি। রাশিয়ায় ও চীনে বিপ্লবের পর মহিলাদের অবস্থার সর্বাঙ্গীন ও বিপুল উন্নতি বা অগ্রগতির কথা সর্বজনস্বীকৃত, কিন্তু পরবর্তীকালে এ ব্যাপারে অনেকটাই অবনতি ঘটে। তবে এটাকে বিচ্ছিন্নভাবে এক নারী-বিরোধী পরিঘটনা হিসেবে দেখাটা ঠিক হবে না, এ ছিল এক বৃহত্তর, গভীরতর সমস্যার অঙ্গ। অল্প কটি পশ্চাদবর্তী দেশে গড়ে ওঠা প্রাথমিক স্তরের সমাজতন্ত্রের মধ্যে বেশ কিছু ঘাটতি, ভুল-বিচ্যুতি, বিকৃতি দেখা দেয় (এর মাত্রা বা কারণসমূহ বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য নয়) যার ফলে সমগ্রভাবে শ্রমিক-কৃষক-মেহনতীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন—কেবল মহিলারা নন। তাছাড়া এটাও তো স্বাভাবিক যে, সমাজতন্ত্রে শ্রেণী ও শ্রেণীসংগ্রাম যেমন থেকে যায়, রাষ্ট্রকেও যেমন এক আঘাতে খতম করা যায় না, তেমনই পুরুষ-আধিপত্যের অবশেষগুলোকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করতেও বিপ্লবের পরে এক কঠোর সংগ্রাম চালাতে হবে দীর্ঘকাল ধরে, হয়ত কয়েক শতাব্দী ধরে।

তাহলে যখন বলা হয় মহিলারা নিজেদের মুক্তি অর্জন করতে পারেন কেবল সমাজতন্ত্রেই, তখন তার অর্থ কী? অর্থ হল, জীবনের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার আমূল রূপান্তরের (যার মধ্যে রয়েছে পরিবারেরও বৈপ্লবিক রূপান্তর) মধ্যে দিয়েই ইতিহাসে সর্বপ্রথম গড়ে ওঠে সেই অনুকূল পরিস্থিতি, যেখানে নারীমুক্তির সংগ্রামকে চূড়ান্ত বিজয় অবধি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। এর চেয়ে বেশী কিছু নয়, তবে এটাই তো অনেক।

দ্বিতীয় ভাগ
কমিউনিস্ট তত্ত্বের প্রয়োগ

সূচনাপর্ব

উপরোক্ত বৈজ্ঞানিক উপলব্ধি ও বিপ্লবী দিশায় সজ্জিত হয়ে সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্টরা শ্রমিকশ্রেণীর এক বাহিনী হিসেবে শ্রমজীবী মহিলাদের সংগঠিত করার কাজ শুরু করেন। নারী প্রশ্নকে বামপন্থী রাজনীতি ও সংগঠনে যথোচিত গুরুত্ব প্রদানের বিষয়টিকে সামনে আনতে এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া ও যথেষ্ট মতাদর্শগত সংগ্রাম প্রয়োজন হয়েছিল। তাই দেখা যায়, কমিউনিস্ট

ইস্তাহারের শেষে বিখ্যাত আহ্বানটি ছিল ঃ "দুনিয়ার শ্রমজীবী পুরুষরা এক হও"। এখন আমরা "দুনিয়ার শ্রমিক এক হও" এই শ্লোগান দিতে অভ্যস্ত, কিন্তু এমনকি এঙ্গেলসের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত ১৮৮৮-র ইংরাজী সংস্করণেও কেবলমাত্র "শ্রমজীবী পুরুষদের'ই আহ্বান জানানো হয়েছিল। মহিলারা ইতিমধ্যেই শ্রমিকশ্রেণীর এক ক্রমবর্ধমান অংশ হিসেবে হাজির হওয়া সত্ত্বেও এবং মার্কস ক্যাপিটাল-এ এই প্রবণতা সম্পর্কে গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা সত্ত্বেও এমনটি হতে পেরেছিল।

১৮৬৪-তে প্রতিষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিককে "আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী পুরুষদের অ্যাসোসিয়েশন" বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। যদিও মহিলাদেরও সমিতিতে যুক্ত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় এবং মাদাম (হ্যারিয়েট) ল সাধারণ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে মার্কস সাধারণ পরিষদের সামনে এবং তারপর আন্তর্জাতিকের ১৮৭১ সালের সম্মেলনে প্রস্তাব রাখেন, "নারী-পুরুষ উভয়কে নিয়ে গঠিত বর্তমান শাখাগুলোতে" হস্তক্ষেপ না করেই "শ্রমজীবী মহিলাদের মধ্যে শাখা" অথবা "শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে নারী শাখা" গড়ে তোলা হোক। এর পরেও অবশ্য সংগঠনের নাম "শ্রমজীবী পুরুষদের অ্যাসোসিয়েশন'ই থেকে গিয়েছিল।

১৮৭৫-এ গোথার ঐক্য কংগ্রেসে (জার্মানিতে একদিকে লাসাল পন্থী এবং অন্যদিকে মার্কসবাদী ও আধা-মার্কসবাদী গ্রুপগুলোর মধ্যে) মার্কসবাদী শাখার পক্ষ থেকে অগস্ট বেবেল প্রস্তাব দেন, মহিলাদের জন্য সমানাধিকারের নীতিটি পার্টিতে নথিভুক্ত করতে হবে। মহিলারা এই পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য 'প্রস্তুত নয়' এই চিরাচরিত যুক্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এই প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। তবে বেবেলের গ্রন্থ 'নারী ও সমাজতন্ত্র' (১৮৭৯) যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। সমাজগণতন্ত্রীদের এরফুর্ট কংগ্রেসে (১৮৯১) অবশেষে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি মার্কসবাদী কর্মসূচী গৃহীত হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মহিলাদের অধিকার, বিশেষত আইনি সমতার দাবিতে এগিয়ে আসেন। এতদ্‌সত্ত্বেও ঐ একই বছরে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে এমিল ভ্যানডারভেলড্ এবং আরও কয়েকজন মার্কসবাদী অবস্থানের বিরোধিতা করেন।

সমাজবাদী শ্রমিক আন্দোলনে অগ্রণী দেশ জার্মানি এই দুই ঝোঁকের মধ্যকার তিক্ত সংগ্রামের সাক্ষী থেকেছে। ক্লারা জেটকিন কর্তৃক প্রকাশিত মহিলাদের পত্রিকা 'ডাই গ্লেইখেইট' (সমতা) পত্রিকার প্রচার ১,০০,০০০-এ পৌঁছালেও লাসালপন্থী শাখা মহিলাদের মুক্তির জন্য সমাজবাদী আন্দোলনের বিরোধিতা করে এবং শিল্পে মহিলাদের অধিকতর প্রবেশের বিরুদ্ধে যুক্তি খাড়া করতে থাকে।

রাশিয়ায় বলশেভিকরা আন্তর্জাতিক নারী দিবসে প্রথম সভা সংগঠিত করেন ১৯১৩ সালে। ঐ বছরেই মহিলাদের প্রশ্নগুলোকে তুলে ধরে 'প্রাভদা' নিয়মিত একটি পৃষ্ঠা প্রকাশ করে চলতে থাকে। মহিলাদের একটি পত্রিকা 'রাবোৎনিৎসা' (মহিলা শ্রমিক) প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৪ সালে। প্রথম সংখ্যাটি আন্তর্জাতিক নারী দিবসে প্রকাশ করা হয়। কারখানাগুলোর মহিলা শ্রমিকরাই পত্রিকার অর্থ সংগ্রহ করেন এবং তাঁরা কর্মস্থলে সেগুলো বিলি করতে থাকেন। পত্রিকায় রাশিয়ায় ও বিদেশের নারী শ্রমিকদের অবস্থা এবং তাঁদের সংগ্রামের রিপোর্ট ছাপা হত। পত্রিকাটিতে মহিলাদের পুরুষ শ্রমিকদের সঙ্গে একযোগে সংগ্রাম চালানোর জন্যও উৎসাহ দেওয়া হত।

এইভাবে মহিলাদের মধ্যে কাজের যে সূত্রপাত ঘটে তা রুশ বিপ্লবের ধারায় এবং তার পরবর্তীতে আরও নতুন নতুন উচ্চতায় পৌঁছায়।

লেনিন ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক

লেনিনের পরিচালনায়, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক মহিলাদের মধ্যে কমিউনিস্ট ক্রিয়াকর্মের বিস্তারিত পথনির্দেশ সূত্রবদ্ধ করে এবং বেশ কয়েকটি 'কমিউনিস্ট মহিলাদের আন্তর্জাতিক সম্মেলন' সংগঠিত করে।

"কমিউনিস্ট পার্টিতে মহিলাদের মধ্যে কাজের পদ্ধতি ও রূপ সম্পর্কিত থিসিস"—যা আন্তর্জাতিকের তৃতীয় কংগ্রেসে গৃহীত হয়েছিল—সে সম্পর্কে ভি এম তাঁর পূর্ববর্ণিত নিবন্ধে বলেছিলেন "নারী মুক্তির এই কর্মসূচী আপনাদের বুনিয়াদী দিশা আজও ঠিক করে দেবে"। থিসিসটিতে পরস্পরের পরিপূরক একজোড়া বিষয়কে সমন্বিত করা হয়েছিল ঃ

(ক) সমগ্র পার্টির পক্ষ থেকে মহিলা ফ্রন্ট সম্পর্কে বিশেষ মনোযোগ, বিশেষ উদ্যোগ ও
(খ) এই কাজটিকে সাধারণ পার্টি কাজ থেকে পৃথক করে দেখার বিচ্ছিন্নতাবাদী দৃষ্টিকোণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

(ক) মহিলাদের মধ্যে কাজের বিশেষ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে

এই ফ্রন্টে বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ কমরেডদের নিয়ে 'ডিপার্টমেন্ট অথবা কমিশন' গঠনের ওপর আন্তর্জাতিক জোর দেয় এবং লিফলেট বিতরণ, পত্রিকা প্রকাশ, সাধারণ পার্টি পত্রিকায় লেখা দেওয়া ইত্যাদি কাজগুলোতেও গুরুত্ব আরোপ করে। বিভিন্ন স্তরের পার্টি কমিটিগুলোর তত্ত্বাবধানে ডিপার্টমেন্টগুলোকে নিম্নলিখিত কাজের ভার দেওয়া হয় ঃ

(১) মহিলাদের কমিউনিস্ট ভাবনায় শিক্ষিত করে তোলা এবং তাদের পার্টির মধ্যে নিয়ে আসা।

(২) পুরুষ সর্বহারাদের অনেকাংশের মধ্যে মহিলাদের সম্পর্কে যে ভ্রান্ত, বস্তাপচা মনোভাব রয়েছে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানো এবং শ্রমজীবী পুরুষ ও নারীদের অভিন্ন স্বার্থ সম্পর্কে তাদের সচেতনতাকে বাড়িয়ে তোলা।

(৩) সমস্ত ধরনের নাগরিক সংঘাতে শ্রমজীবী মহিলাদের সামিল করার মাধ্যমে তাদের সংকল্পকে দৃঢ়তর করা, বুর্জোয়া দেশগুলোতে পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, জীবন ধারনের ব্যয়বৃদ্ধির বিরুদ্ধে গণসক্রিয়তায়, গৃহসমস্যা, বেকারত্ব ও অন্যান্য সামাজিক সমস্যার মোকাবিলায় মহিলাদের উৎসাহ প্রদান। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলোতে কমিউনিস্ট ব্যক্তিত্ব ও কমিউনিস্ট জীবনচর্যা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মহিলাদের সামিল করা।

(৪) নারীমুক্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত প্রশ্নগুলোকে (যেমন, মা হিসেবে তাঁদের স্বার্থ সুরক্ষিত করা) পার্টির আলোচ্যসূচী ও আইন প্রণয়নের প্রস্তাবনায় অন্তর্ভুক্ত করা।

(৫) চিরাচরিত প্রথা, বুর্জোয়া রীতিনীতি ও ধর্মীয় ভাবনার জবরদস্ত শক্তির বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিতভাবে সংগ্রাম চালানো, নারী-পুরুষের মধ্যে স্বাস্থ্যপ্রদ ও সুসমঞ্জস সম্পর্কের পথ সুগম করে তোলা, শ্রমজীবী জনগণের শারীরিক ও নৈতিক সজীবতাকে সুনিশ্চিত করা।"

(খ) বিচ্ছিন্নতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম

আন্তর্জাতিক সাধারণ পার্টি-কাজের সাথে মহিলাদের কাজকে একাত্ম করার ওপর জোর দেয় এবং পৃথক সত্তার নামে এটিকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখার কথা বলে।

"কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তৃতীয় কংগ্রেস পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে পৃথক কোন মহিলা সমিতি অথবা বিশেষ কোন মহিলা সংগঠন গড়ার তীব্র বিরোধিতা করে।"

"কমিশনগুলোকে তরুণ কমিউনিস্ট মহিলাদের শ্রেণীচেতনা ও জঙ্গী মানসিকতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে কাজ করতে হবে, তাদের সাধারণ পার্টি কার্যকলাপে এবং সান্ধ্য আলোচনায় যুক্ত করতে হবে। কেবলমাত্র যে সব জায়গায় সত্যিই প্রয়োজন সে সব স্থানেই শ্রমজীবী মহিলাদের জন্য সান্ধ্যকালীন পাঠচক্র, আলোচনাসভা বা বক্তৃতামালা সংগঠিত করা যেতে পারে।"

"শ্রমজীবী নারী ও পুরুষদের মধ্যে কমরেডসুলভ বন্ধুত্বকে জোরদার করার উদ্দেশ্যে কমিউনিস্ট মহিলাদের জন্য বিশেষ পাঠক্রম ও স্কুল সংগঠিত না করাই ভাল। বরং সমস্ত সাধারণ পার্টি স্কুলগুলোতে অবশ্যই মহিলাদের মধ্যে কাজের পদ্ধতির বিষয়টিকে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হবে।

শ্রেণী ও লিঙ্গ প্রসঙ্গে ইলিয়নর, ক্লারা এবং রোজা

ইলিয়নর মার্কস, ক্লারা জেটকিন, আলেকজান্দ্রা কোলানতাই-এর মত পথিকৃৎ মহিলা কমিউনিস্ট—যাঁরা নিজেদের যোগ্যতার বলেই পার্টি নেতা হয়ে উঠেছিলেন—সর্বদাই শ্রেণী সংগ্রামের সাধারণ ধারায় মহিলাদের সমাবেশিত করার ওপর জোর দিয়ে এসেছেন। এই প্রক্রিয়ায় তাঁদের বুর্জোয়া নারীবাদীদের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালাতে হয়েছে—যে নারীবাদীদের তাঁরা 'মহিলাদের অধিকারপন্থী' বলে আখ্যা দেন কেন না শেষোক্তরা বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই মহিলাদের আইনি অধিকার অর্জনকে তাঁদের আন্দোলন ও কর্মসূচীর সবকিছু তথা অন্তিম লক্ষ্য বলে মনে করতেন।

ইলিয়নর লণ্ডনের ইস্ট এণ্ডে সবচাইতে শোষিত মহিলাদের মধ্যে কাজকে বেছে নেন। তিনি ছিলেন গ্যাস শ্রমিক ও সাধারণ শ্রমিকদের ইউনিয়নের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা—এঙ্গেলসের মতে যা ছিল সেই সময়ের শ্রেষ্ঠ ইউনিয়ন। এই ইউনিয়ন অদক্ষ শ্রমিকদের এক জঙ্গী গণসংগঠনে সমাবেশিত করে। ইলিয়নর শ্রমজীবী নারী বনাম বুর্জোয়া নারীবাদ নামক রচনায় "একদিকে মহিলা অধিকারপন্থীদের পার্টি যারা শ্রেণীসংগ্রামকে স্বীকার না করে কেবল লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামকেই স্বীকার করে, যারা সম্পত্তিবান শ্রেণীর প্রতিনিধি, যারা শ্রমিকশ্রেণী থেকে আগত ভগিনীদের স্বার্থের পক্ষে যায় না এমন সব অধিকার দাবি করে আর অন্যদিকে মহিলাদের সত্যিকারের পার্টি বা সোস্যালিস্ট পার্টি, যার শ্রমজীবী মহিলাদের বর্তমান প্রতিকূল অবস্থার জন্য দায়ী অর্থনৈতিক কারণগুলো সম্পর্কে মৌলিক ধারণা আছে এবং যারা আপন শ্রেণীর পুরুষদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে অর্থাৎ পুঁজিপতিশ্রেণীর নারী পুরুষের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী নারীদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বান জানায়—এ দুয়ের মধ্যেকার ফারাক সম্পর্কে" সবিস্তারে আলোচনা করেছেন।

অনুরূপভাবে জেটকিন বলেছেন, "মহিলাদের জন্য বিশেষ কোন আন্দোলনের প্রয়োজন নেই,

বরং আমাদের দরকার মহিলাদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলা। মহিলাদের তাৎক্ষণিক ক্ষুদ্র স্বার্থগুলোকে আমাদের প্রাধান্য দিলে চলবে না। আমাদের কাজ আধুনিক সর্বহারা মহিলাদের শ্রেণী সংগ্রামে যুক্ত করে নেওয়া ... ঠিক যেমন জাতি বা পেশা নির্বিশেষে সর্বহারা শ্রেণী সম্মিলিতভাবে সংগ্রাম চালিয়েই কেবল মুক্তি অর্জন করতে পারে, তেমনভাবেই লিঙ্গভেদ না করে ঐক্যবদ্ধ হয়েই তারা (সর্বহারা শ্রেণী—অনু) মুক্তি লাভ করতে পারে ("সর্বহারা মহিলাদের সাথে নিয়েই কেবল সমাজতন্ত্র বিজয়ী হতে পারে!") (গোথা কংগ্রেসে প্রদত্ত বক্তৃতা)।

শ্রমিকশ্রেণীর মহিলাদের ওপর বুর্জোয়া নারীবাদের প্রভাবের মোকাবিলার জন্য এবং সর্বহারা পুরুষ ও নারীদের মধ্যকার স্বার্থের অভিন্নতাকে জোরের সঙ্গে তুলে ধরার জন্য প্রারম্ভিক বছরগুলোতে সমাজতান্ত্রিক বা সর্বহারা নারী আন্দোলনকে সুস্পষ্টভাবে বুর্জোয়া নারীবাদ থেকে নিজেকে পৃথক করতে হয়েছিল। এটাই ছিল গৃহীত লাইন, যাকে মহিলা কমরেডদের নেতৃত্বে সমগ্র পার্টি ঐক্যবদ্ধভাবে প্রয়োগে নিয়ে যায়। ১৯০৭-এ স্টুটগার্টে অনুষ্ঠিত 'প্রথম সমাজতান্ত্রিক মহিলা সম্মেলনে' ক্লারা জেটকিন সম্পাদক নির্বাচিত হন। সম্মেলন থেকে সমাজতান্ত্রিক পার্টিগুলোর কাছে "সাধারণ নারীদের ভোটাধিকারের" সপক্ষে সক্রিয়ভাবে সংগ্রাম গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়।

লুক্সেমবার্গ, জেটকিন ও অন্যদের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিই (এস পি ডি) হয়ে ওঠে প্রথম পার্টি যে তার রাজনৈতিক কর্মসূচীর মধ্যে মহিলাদের সমানাধিকারের প্রশ্নটিকে অন্তর্ভুক্ত করে। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপনের ক্ষেত্রে আলেকজান্দ্রা কোলোনতাই ও ক্লারা জেটকিনের অবদানের কথা তো আমাদের সকলেরই জানা।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, শুধুমাত্র শ্রেণীর ওপরই গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছিল। কিন্তু আসলে লিঙ্গকে নাকচ করে দেওয়া হয়নি, নারী হিসেবে এবং নাগরিক হিসেবে মহিলারা যে সমস্যাগুলোর মুখোমুখী হন সেগুলোর প্রতি উদাসীন থাকা হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, ইলিয়নর মার্কস এই তিক্ত সত্য সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন যে এক অর্থে "মহিলারা পুরুষদের দ্বারা সংগঠিত উৎপীড়নের শিকার, ঠিক যেমনটি শ্রমিকরা অলস ভোগীদের সংগঠিত অত্যাচারের শিকার ...।" লেনিন বলেছেন, রোজাই প্রথম বিবাহ বিচ্ছেদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে সামনে আনেন—যেটার অভাবে নির্যাতিত নারীকে এক বাড়তি নির্যাতন ভোগ করতে হয়। অন্য এক প্রসঙ্গে লেনিন মন্তব্য করেছেন, "রোজা তাঁর এক প্রবন্ধে বেশ্যাদের (যাঁদের দুঃখজনক ব্যবসা চালানোর সুবাদে পুলিশী বিধিভঙ্গের জন্য কারারুদ্ধ হতে হত) পক্ষে দাঁড়িয়ে একজন কমিউনিস্টের মতই চিন্তা করেছেন এবং ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।"

মহিলাদের বিনা পারিশ্রমিকে গার্হস্থ্য শ্রম দেওয়ার বিষয়টির প্রতি প্রথম যাঁরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেন লুক্সেমবার্গ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তিনি দেখান, পুঁজিবাদী শাসনে "যা থেকে পুঁজিবাদী মুনাফা অথবা উদ্বৃত্তমূল্য সৃষ্টি হয়, কেবলমাত্র সেই কাজকেই উৎপাদনশীল বলে বিবেচনা করা হয়।" এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে "রঙ্গশালায় যে নর্তকী পা দুটি নাচিয়ে তার মনিবের পকেটে পয়সা এনে দেয় সে হল উৎপাদনশীল শ্রমিক, অথচ বাড়ীর চার দেওয়ালের মধ্যে সর্বহারা মহিলা ও মায়েদের যাবতীয় পরিশ্রমকে অনুৎপাদনশীল শ্রম বলে বিবেচনা করা হয়। এটাকে পাশবিক ও বিকৃতমনস্ক শোনাতে পারে কিন্তু এটা আমাদের বর্তমান পুঁজিবাদী অর্থনীতির পাশবিকতা ও

বিকৃতমনস্কতার সঙ্গে পুরোপুরি মানানসই। আর এই বর্বর বাস্তবতাকে স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণভাবে দেখাটাই হল সর্বহারা মহিলার প্রথম দায়িত্ব। কারণ যথার্থ এই দৃষ্টিকোণ থেকেই সর্বহারা মহিলাদের সমান রাজনৈতিক অধিকারের দাবিটি শক্তপোক্ত অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পারে।"

এভাবেই কমিউনিস্ট মহিলারা সর্বদা লিঙ্গের প্রশ্নটিকে বৈজ্ঞানিক শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করে এসেছেন এবং তাকে সাধারণ সর্বহারা আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, রোজা লুক্সেমবার্গ ও তাঁর পার্টি মহিলাদের ভোটাধিকারের সপক্ষে এজন্য লড়াই চালাননি যে এর দ্বারা মহিলাদের অবস্থার উন্নতি ঘটবে, তাঁরা আসলে "সর্বহারার মুক্তির জন্য সাধারণ সংগ্রামের" স্বার্থেই বিষয়টিকে সমর্থন জানিয়েছেন। এভাবে এই সংগ্রামকে (মহিলাদের ভোটাধিকারকে—অনু) সমগ্র পার্টিরই দায়িত্ব হিসেবে সামনে এনেছেন ঃ

"মহিলাদের ভোটাধিকার হল লক্ষ্য। কিন্তু এ জন্য গণআন্দোলন গড়ে তোলাটা কেবলমাত্র মহিলাদেরই কাজ নয়, বরং সর্বহারা নারী ও পুরুষ—সকলেরই সাধারণ শ্রেণী দায়িত্ব। ... মহিলাদের রাজনৈতিক অধিকারের বর্তমান সংগ্রাম আসলে সর্বহারার মুক্তির জন্য সাধারণ সংগ্রামেরই একটি অঙ্গ এবং অভিব্যক্তি। তার শক্তি এবং ভবিষ্যৎ নিহিত রয়েছে এখানেই। ... মহিলাদের ভোটাধিকারের দাবিতে লড়াই চালিয়ে আমরা সেই দিনটিকেও কাছে নিয়ে আসছি যেদিন বর্তমান সমাজ বিপ্লবী সর্বহারার হাতুড়ির আঘাতে চুরমার হয়ে যাবে।" ("মহিলাদের ভোটাধিকার ও শ্রেণী সংগ্রাম"—দ্বিতীয় সমাজগণতান্ত্রিক মহিলা সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণ, স্টুটগার্ট, জার্মানি, ১২ মে, ১৯১২)। ব্যাপক অর্থে বলতে গেলে, আইনসভায় মহিলা আসন সংরক্ষণের প্রশ্নে প্রচারাভিযানে আমরাও অনুরূপ অবস্থানই গ্রহণ করেছি।

কমিউনিস্ট নারী আন্দোলন ঃ আমাদের সাধারণ অবস্থান

ওপরে আলোচিত বুনিয়াদী নীতিগুলোকে আমরা কীভাবে বুঝব ও প্রয়োগ করব?

কমিউনিস্ট আন্দোলনকে যখন শুধুমাত্র শ্রমিক আন্দোলনের (অনুন্নত দেশে কৃষক আন্দোলনেরও) ব্যাপার বলে মনে করা হত, সেই গোড়াপত্তনের দশকগুলো থেকে পৃথিবী এখন অনেক পথ পার হয়ে এসেছে। অবিরাম আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের দরুণ ছাত্র, মহিলা, নিপীড়িত জাতি/জাতিসত্তা, দলিত, বর্ণগত, ধর্মীয় ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ইত্যাদি নানা স্তর/অংশের বহু ধরনের আন্দোলন তাদের সুস্পষ্ট, স্বকীয় রাজনৈতিক চেহারা নিয়ে জোরদারভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বুর্জোয়া প্রভাবাধীনে চলে আসার যে স্বতঃস্ফূর্ত ঝোঁক এই আন্দোলনগুলোর মধ্যে দেখা যায় তার বিরুদ্ধে এবং একই সঙ্গে বুর্জোয়া দলগুলো কর্তৃক তাদের সংকীর্ণ স্বার্থে এই আন্দোলনগুলোকে প্রভাবিত করার ও ব্যবহার করে নেওয়ার কূটকৌশলের বিরুদ্ধে নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বহারাকে নিরন্তর সংগ্রাম চালাতে হয়। এই লক্ষ্যে কমিউনিস্ট পার্টিকে এই সমস্ত আন্দোলনের মধ্যে নিহিত শ্রেণী সংগ্রামের যোগসূত্রকে (যাকে আমরা সর্বহারা শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী বলে থাকি) জোরের সাথে তুলে ধরতে হয়। আর এ জন্য সে নিজস্ব গণসংগঠনগুলো গড়ে তোলে। সে কারণেই আমরা আইপোয়া গঠন করেছি—যদিও লেনিন অথবা কোলোনতাই কিম্বা লুক্সেমবার্গ কখনো এ ধরনের সংগঠন গড়েননি বা গড়ে তোলার উপদেশও দেননি। অপরদিকে, পার্টিতে আমরা যে কেবল কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরে

মহিলাদের ডিপার্টমেন্টগুলো গড়ে তুলেছি (যেমনটি করার কথা বলেছিল কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক) শুধু তাই নয়, বিভিন্ন স্তরে মহিলা ক্যাডারদের নিয়ে বিশেষ পার্টি ক্লাস সংগঠিত করার প্রয়োজন বোধ করেছি, যেমনটি আন্তর্জাতিক সাধারণভাবে উৎসাহিত করেনি। আবার আন্তর্জাতিকের পরামর্শমত আমরা সাধারণ পার্টি ক্লাসের আলোচ্যসূচীতে মহিলা আন্দোলনের বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছি।

এই বিষয়ে আমাদের সবচেয়ে প্রামাণ্য দলিল হল বিনোদ মিশ্রের "মার্কসবাদের পরিপ্রেক্ষিতে নারীমুক্তির প্রশ্ন"। জাতীয় মুক্তি, শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি ও কৃষক মুক্তির ব্যাপকতর প্রেক্ষাপটে এবং নির্দিষ্টভাবে ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে কমরেড ভি এম নারীমুক্তি সংগ্রামের বিশিষ্টতা ও স্বায়ত্ততার দিকটি আলোচনা করেছেন। মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনকে অনুসরণ করে তিনি পারিবারিক জীবনের রূঢ় বাস্তবতার মধ্যে মহিলাদের বন্ধনদশার মূলটিকে সনাক্ত করেছেন ঃ "পুরুষ কর্তৃক নারীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া দাসত্বের নির্দিষ্ট প্রকাশ হল নারীকে গৃহের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ রাখা ও তাকে সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে দেখা।" এরই ভিত্তিতে কমিউনিস্ট নারী সংগঠনের প্রথম কর্তব্য হিসেবে তিনি "চিরায়ত সেইসব রীতিনীতি যা মহিলাদের দাস বানিয়ে রাখে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানোর" আহ্বান রাখেন, বিশেষত যখন সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো যুগপ্রাচীন সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার ও নারীকে চার দেওয়ালের মধ্যে আটকে রাখার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। "গৃহকোণে আবদ্ধ রাখার বিরুদ্ধে সংগ্রামে মহিলাদের উদ্দীপ্ত করার লক্ষ্যে" এবং "স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের ও পারিবারিক বিধি-নিয়মের বিপ্লবী রূপান্তর ঘটানোর শ্লোগান তোলার জন্যও" তিনি সংগঠনের কাছে ডাক দেন (এই শ্লোগানের জন্য বিপ্লবের বিজয় অবধি অপেক্ষা করার কথা তিনি বলেননি)। দুর্ভাগ্যবশত, এই অন্তর্দৃষ্টি ও দিশাকে সবসময় অনুশীলনে নিয়ে যাওয়া যায়নি—যদিও প্রগতিশীল আইন পাশ এবং তার বাস্তবায়ন, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে ভি এমের অন্যান্য নির্দেশকে প্রয়োগে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এমন সমস্যা হয়নি। এঙ্গেলসের 'উৎপত্তি'র আলোকে এই সংক্ষিপ্ত অথচ সামগ্রিক এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রচনাটিকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করা গেলে এই ঘাটতি আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি এবং শ্রেণী ও লিঙ্গ সম্পর্কিত বিষয়গুলোর আন্তঃসম্পর্ককে আরও ভালভাবে আত্মস্থ করতে পারি।

এই প্রসঙ্গে তিনটি মূল প্রশ্নকে মনে রাখা দরকার।

সর্বাগ্রে যেটা বোঝা দরকার তা হল, মহিলাদের মধ্যে পার্টি কাজের ক্ষেত্রে মহিলা সমিতিকেই একমাত্র মাধ্যম হিসেবে দেখা সমীচীন নয়। এ প্রশ্নে শ্রমিক, ছাত্র, সাংস্কৃতিক কর্মী এবং আমাদের নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে বিশেষ করে কৃষি শ্রমিক ও মেহনতী কৃষকদের গণসংগঠনগুলোর ভূমিকা কিছু কম নয়। এখানে পুরুষ-সংগঠকদের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র/স্তরে মহিলা সদস্যদের মধ্যে কাজের বিস্তার ঘটানোর জন্য সর্বদাই দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত—বিশেষত সে সব জায়গায়, যেখানে কোন মহিলা সংগঠক নেই। কিন্তু এজন্য যেটা অপরিহার্য তা হল, আমাদের সমাজে বিদ্যমান সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং লেনিন-কথিত "বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভঙ্গী" কাটিয়ে ওঠার জন্য তাঁদের শিক্ষিত করা।

দ্বিতীয়ত, মহিলা সমিতির সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্মীদের কোন একটি নির্দিষ্ট শ্রেণী-সংগঠনের মধ্যে

অথবা বিড়ি শ্রমিক, অঙ্গনওয়াড়ি ও আশা কর্মী, পরিচারিকা ইত্যাদি অসংগঠিত/আধা-সংগঠিত শ্রমজীবী মহিলাদের মধ্যে সরাসরি ও নিয়মিত ভিত্তিতে কাজ করা প্রয়োজন। ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রে অথবা কৃষিশ্রমিক সংগঠনের পদাধিকারী হওয়াটা বড় কথা নয়, প্রত্যক্ষ ও দায়িত্বশীল কাজটা গুরুত্বপূর্ণ। মহিলা সংগঠন ও শ্রেণী সংগঠনগুলোর মধ্যকার এই সম্পর্ক বা কাজের ব্যবস্থাপনাকে একটা স্বাভাবিক ব্যাপার করে তোলা প্রয়োজন। এটা সুনিশ্চিত করা সংশ্লিষ্ট স্তরের পার্টি কমিটিগুলোর দায়িত্ব, যা পালনে ব্যর্থ হলে উচ্চতর কমিটির হস্তক্ষেপ করা উচিত। একমাত্র এই প্রক্রিয়াতেই আমাদের মহিলা সংগঠন ভাল গণভিত্তি অর্জন করতে পারে ও ভাল পরিমাণ সদস্যভুক্তি ঘটাতে পারে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে সৃষ্টিশীল, অ-প্রথাগত পদ্ধতিতে বাছাই-করা বস্তি এলাকা এবং শহর ও মহানগরীর অন্যান্য মহল্লায়, স্কুল ও কলেজ শিক্ষকদের মধ্যে ধারাবাহিক কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনকে অস্বীকার করতে হবে।

তৃতীয়ত, এভাবে বেড়ে ওঠা গণভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে মহিলা সমিতিকে একটা প্রাণবন্ত যুক্তফ্রন্ট-নীতি অনুসরণ করতে হবে—যেটি হল আসলে সর্বহারারই শ্রেণীনীতি। এর অর্থ (ক) আমাদের আন্দোলনের সমর্থনে অন্যান্য স্তর থেকে প্রগতিশীল নারী পুরুষদের সমাবেশিত করা ও (খ) ঐকমত্যের ইস্যুগুলো নিয়ে অন্যান্য মহিলা সংগঠনের সঙ্গে ব্যাপক আন্তঃক্রিয়া চালানো ও যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করা।

ওপরে বর্ণিত তিনটি উপাদানের সমন্বয়ের মাধ্যমে আমরা ভারতে বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক মহিলা আন্দোলনের এক সুস্পষ্ট ধারা গড়ে তুলতে পারি আর গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়ে এটিই হল আমাদের করণীয় কাজ।

আজকের কাজ, আজকের চ্যালেঞ্জ

গত কয়েক বছরে আমাদের গণজমায়েতগুলোতে মহিলাদের অংশগ্রহণের জোয়ার লক্ষ্য করা গেছে—তাদের সংখ্যা প্রায়শই পুরুষ অংশগ্রহণকারীর সংখ্যার সমান, এমনকি তাকে ছাপিয়েও যাচ্ছে। এটা কমিউনিস্ট নারী আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করে তোলার এবং অনেক অনেক মহিলা পার্টি সদস্য সংগ্রহের ও সংগঠক গড়ে তোলার বিপুল সম্ভাবনা দেখিয়ে দেয়। যাই হোক, এই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে আমাদের কিছু সাংগঠনিক এবং মতাদর্শগত বিষয়ে দৃঢ় থাকতে হবে।

(১) এটা খুবই ভাল কথা যে আমরা মহিলা কমরেডদের জন্য বিশেষ পার্টি ক্লাস সংগঠিত করা শুরু করেছি। কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার যে, সাধারণত অনেকদিন বাদে বাদে অনুষ্ঠিত ক্লাসগুলো শ্রেণীসংগ্রামের ময়দান থেকে এবং পার্টি কাঠামোর নিয়মিত বৈঠক (ব্রাঞ্চ স্তর থেকে উচ্চতর পর্যায়ের) থেকে অর্জিত শিক্ষার সম্পূরক হতে পারে মাত্র। সুতরাং, নীচুতলার পার্টি কাঠামোর বৈঠকগুলোতে নিয়মিতভাবে মহিলা কমরেডদের পূর্ণ ও সক্রিয় অংশগ্রহণই আরও গুরুত্বপূর্ণ এবং সেটা নিশ্চিত করা প্রায়শই কঠিনতর প্রতিপন্ন হয়। বহুক্ষেত্রেই এই বৈঠকগুলো এমন সময়ে বা স্থানে করা হয় যে সংসারের সমস্ত দায়দায়িত্ব সামলে মহিলা কমরেডদের পক্ষে এগুলোতে পুরোপুরি অংশগ্রহণ করাটা কষ্টকর হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কমরেডকে বা কমরেডদের উৎসাহিত করতে হবে সমস্যাগুলোকে নিজেই কাটিয়ে ওঠার জন্য, কিন্তু একই সঙ্গে

পার্টি সংগঠনকেও গার্হস্থ্য বন্ধনের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াইয়ে সাহায্য করার এবং পার্টি আলোচনায় অংশগ্রহণের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য যাতে তিনি অবাধে পালন করতে পারেন তা নিশ্চিত করার জন্য কার্যকরি পদক্ষেপ নিতে হবে। এই সমস্যা যান্ত্রিকভাবে সমাধানের জন্য কেবলমাত্র মহিলাদের পার্টি ব্রাঞ্চ গঠন (যাতে তাঁদের সুবিধা অনুযায়ী বৈঠকগুলো হতে পারে) একেবারেই যুক্তিযুক্ত হবে না; কারণ এটা নারী কমরেডদের রাজনৈতিকভাবে একঘরে করে দেওয়া হবে এবং নারী ও পুরুষ সদস্যদের নিয়ে গঠিত সাধারণ পার্টি ব্রাঞ্চের বহুধাবিস্তৃত কাজকর্ম এবং আলোচনা থেকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে তাদের বঞ্চিত করা হবে।

(২) লেনিন ক্লারা জেটকিন-কে অকপটে বলেছিলেন, কমিউনিস্ট পার্টি প্রায়শই "... বোঝে না যে মহিলাদের মধ্যে একটি গণআন্দোলন গড়ে তোলা এবং পরিচালনা করাটা সমগ্র পার্টি ক্রিয়াকলাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ—বস্তুত, এটা সাধারণ পার্টি কাজের অর্ধাংশ। একটি শক্তিশালী সুস্পষ্ট দিশাসম্পন্ন কমিউনিস্ট নারী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা এবং মূল্য কখনও সখনও তারা স্বীকার করে বটে, কিন্তু আসলে তা বায়বীয় মৌখিক স্বীকৃতি—পার্টির লাগাতার তত্ত্বাবধান এবং দায়বদ্ধতা নয়" (ক্লারা জেটকিন, "নারী প্রশ্নে লেনিন")। আমাদের নেতৃত্বদায়ী কাঠামোগুলোকে—বিশেষ করে জেলা এবং রাজ্য কমিটিগুলোকে—লেনিন যাকে "পার্টির মৌখিক স্বীকৃতি" এবং "লাগাতার তত্ত্বাবধান ও দায়বদ্ধতা" বলেছেন এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে; তাদের অবিচলভাবে চেষ্টা চালাতে হবে যাতে প্রথমটি থেকে শেষেরটি দিকে এগোনো যায়। উদাহরণস্বরূপ, প্রায়শই আমরা খুশী হয়ে বলে থাকি মহিলারা আমাদের প্রতিবাদী কর্মসূচীগুলোতে ভাল সংখ্যায় অংশগ্রহণ করছেন। আচ্ছা, আমরা কি একটা নিয়মিত অনুশীলনের ধারা চালু করতে পারি না? তাঁদের মধ্যে থেকে কয়েকজনকে (ধরা যাক প্রতিটি গ্রাম, মহল্লা বা বস্তি থেকে অন্ততঃ একজন করে) বেছে নিয়ে তাঁদের সঙ্গে বিস্তারিত কথা বলা, তাঁদের বক্তব্য রাখতে ও ভাষণ দিতে প্রশিক্ষিত করে তোলা, তাঁদের কিছু নির্দিষ্ট কাজ (যেমনটা আইপোয়া বা আয়ালার সদস্য সংগ্রহ) দেওয়া—এগুলো কি নিয়মিত করা যায় না? এইসব বাছাই করা মহিলা কর্মীদের সঙ্গে আমরা মাঝে মাঝে বৈঠক করতে পারি, আশপাশের অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে মেলামেশা করে পরবর্তী কার্যসূচীতে তাঁদেরও সামিল করার জন্য আমরা এইসব সক্রিয় কর্মীদের উৎসাহিত করতে পারি। পার্টি ব্রাঞ্চ ও লোকাল কমিটির উচিত এইসব কাজ করা এবং তাদের ওপরের কমিটিগুলোর কর্তব্য পুরো বিষয়টা তত্ত্বাবধান করা।

লেনিন এও বলেছেন যে, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের জাতীয় বিভাগগুলো "... মনে করে নারীদের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি ও প্রচার কাজ এবং তাদের জাগানো ও বিপ্লবীকরণের কাজটির গুরুত্ব গৌণ এবং সেটা শুধুমাত্র নারী কমিউনিস্টদের কাজ। ব্যাপারটি দ্রুততর এবং আরও ভালভাবে না এগোলে শুধুমাত্র তাদেরই তিরস্কৃত হতে হয়। এটা ভুল—মৌলিকভাবেই ভুল। এটা নির্জলা স্বাতন্ত্র্যবাদ, সরাসরি বিচ্ছিন্নতাবাদ। এটা নারীদের সমতাকে উল্টে দেওয়ার সামিল। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে এটা নারীদের এবং তাদের সাফল্যকে খাটো করে দেখা" (প্রাগুক্ত)। বিচ্ছিন্নতাবাদের এই সমস্যাকে সমূলে উৎপাটিত করতে তিনি পার্টির কাছে "শ্রমজীবী নারীদের মধ্যে পার্টি কাজ চালানোর জন্য তত্ত্ব ও অনুশীলনের শিক্ষণপ্রাপ্ত নারী ও পুরুষ কমরেডদের একটি বাহিনী গঠনের জরুরী এবং অত্যাবশ্যক করণীয় কাজটি" তুলে ধরেন। লক্ষ্য করুন, লেনিন শ্রমজীবী নারীদের

মধ্যে প্রত্যক্ষ গণকাজের কথা বলেছেন, শুধুমাত্র পলিসি তৈরী বা মতাদর্শগত নেতৃত্বদানের (যেটা মহিলা কমিশন/বিভাগ দ্বারা সম্পাদিত হবে) কথা বলেননি। তাঁর এই মন্তব্যের প্রতি আমাদের মনোযোগ দিতে হবে।

(৩) পার্টির মধ্যে কমিউনিস্ট নৈতিকতা এবং আমাদের গণভিতের মধ্যে আধুনিক গণতান্ত্রিক মনোভাব চালু করতে (ভুলে গেলে চলবে না যে এদুটি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত) আমাদের কিছু ভ্রান্ত ধারণা এবং সামন্ত রীতির বিরুদ্ধে লড়তে হবে। আমাদের অবশ্যই পণপ্রথা, শিশু বিবাহ, বলপূর্বক বিবাহদান, পর্দাপ্রথা ইত্যাদির বিরোধিতা করতে হবে। আমাদের আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজে যেসব মহিলা প্রেম বা পিতা-মাতার পরামর্শ উপেক্ষা করে বিয়ে করেন, বিবাহ বিচ্ছেদ বা পুনর্বিবাহ করেন—তাঁদের সম্পর্কে গভীর অস্বস্তি আছে এবং এই পিছিয়ে থাকা মূল্যবোধ পার্টির মধ্যেও অনুপ্রবেশ করে। চরম অসংবেদনশীল এবং সরাসরি লিঙ্গ-সংক্রান্ত পক্ষপাতদুষ্টতা প্রকাশিত হয়ে পড়ে যখন নারী কমরেডরা যৌন-নৈতিকতার সামন্ততান্ত্রিক/মধ্যবিত্ত ধারণাকে লঙঘন করেন। মহিলাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে অভিযোগ তুলে—তা সে সত্য হোক অথবা মিথ্যা—তাঁদের বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টা প্রায়শঃই দেখা যায়। মহিলাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ককে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা চলবে না—এই মর্মে স্পষ্ট নির্দেশিকা থাকা দরকার। একইভাবে, বেশ্যাদের ওপর দমন পীড়ন, নৈতিক কলঙ্কলেপন বা তাঁদের একঘরে করে দেওয়ার যে কোন প্রবণতার বিরোধিতা করতে হবে।

ভারতবর্ষে জাতপাতের ব্যবস্থাটা আসলে শ্রেণী সম্পর্কগুলোকে টিকিয়ে রাখার হাতিয়ার। 'নীচু' জাতের লোকেরা যাতে প্রচণ্ড শোষণমূলক শ্রমে বাঁধা থাকেন, ঠিকমত পারিশ্রমিক ও অন্যান্য অধিকার না পান, সেটা সুনিশ্চিত করতে একে কাজে লাগানো হয়। এই ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য একান্ত প্রয়োজন জাতের 'বিশুদ্ধতা' বজায় রাখা। আর তাই নারীর যৌনতা ও যৌন স্বাধীনতার ওপর নিষ্ঠুর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করাটাও (এতটাই যে, অন্য জাতে প্রেম বা বিয়ে করলে তাকে এমনকি মেরে ফেলা হতে পারে) জাতপাতের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার জন্য অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়। আমাদের এসব বিষয়ে কমরেডদের শিক্ষিত করতে হবে এবং জাত/ধর্ম/অর্থনৈতিক বৈষম্য এমনকি পারিবারিক/সামাজিক বাধাকে উপেক্ষা করে জীবনসাথী বেছে নেওয়ার ব্যাপারে মহিলাদের অধিকার এবং সমস্ত পারিবারিক বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের অধিকারকে আমাদের ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে। বিনোদ মিশ্রের পূর্বোক্ত নিবন্ধে এই প্রসঙ্গে উল্লেখিত বিষয়গুলো এবং মহিলা কমরেডদের জন্য রাজনৈতিক সাক্ষরতা অভিযানের পেপারের বিষয়গুলো সমস্ত পার্টি সদস্যদের অধ্যয়ন করা এবং মনে রাখা দরকার।

(৪) কমরেডরা সাধারণত একমত হন যে মহিলা কমরেড সহ সাধারণভাবে মহিলাদের প্রতি মনোভাবের ব্যাপারে পার্টিতে ব্যাপক সমস্যা রয়ে গেছে। কিন্তু যখনই তাঁদের অঞ্চলে ঐ একই সমস্যার নির্দিষ্ট প্রকাশের কথা ওঠে, তখন প্রায়শই তাঁরা ব্যাপারটি হালকা করার দিকে ঝোঁকেন। কমরেড বিনোদ মিশ্র তাঁর রচনায় একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন, কিন্তু এই ধরনের দৃষ্টান্তের অভাব নেই। ধরা যাক কোন কমরেড তার স্ত্রীর মর্যাদা ও গণতান্ত্রিক অধিকারে এমনভাবে হস্তক্ষেপ করছেন বা তাকে শারীরিক/মানসিকভাবে নির্যাতন করছেন যে স্ত্রী পার্টিতে তা জানাতে বাধ্য হলেন। সম্ভবত শতবার দ্বিধা করার পরেই তিনি শেষ পর্যন্ত সুবিচারের আশায় এই

পদক্ষেপটি নিলেন। কিন্তু অঞ্চলের দায়িত্বশীল বড়জোর পুরুষ কমরেডটিকে মহিলাদের প্রতি সঠিক আচরণের জন্য মামুলি কিছু উপদেশ দিয়ে, মহিলাটিকে "মিটমাট করার" অথবা বড় জোর "কঠোর সংগ্রাম" চালানোর উপদেশ দিয়ে বিষয়টি সেখানেই ছেড়ে দিলেন। অত্যাচার চলতেই থাকল এবং পার্টি এই "ব্যক্তিগত/পারিবারিক ব্যাপারে" হস্তক্ষেপ করা এড়িয়ে গেল।

এ ধরনের বিষয়গুলোকে হালকা করে দেখার উৎস দুটি। এক, পতি-পত্নী সম্বন্ধকে কমনসেন্স অর্থাৎ প্রচলিত সামন্ত/বুর্জোয়া/পেটি বুর্জোয়া ধারণার বশবর্তী হয়ে এমনই এক পবিত্র, একান্ত ব্যক্তিগত ও গোপনীয় জগৎ বলে দেখা হয়, যেখানে পার্টির হস্তক্ষেপ চলবে না, এমনকি কোন পার্টি সদস্য কমিউনিস্ট বা গণতান্ত্রিক নীতি লঙঘন করলেও না। এখানে আমাদের প্রয়োজন শিক্ষাদান—একগামী পরিবার যে নারীর গোলামী ও তার ওপর অত্যাচারের একটি ক্ষেত্র, এই মার্কসবাদী ধারণা সম্পর্কে শিক্ষা; বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে ও তার পরে এই পরিবার প্রথার চূড়ান্ত রূপান্তর ঘটার আগে এখনই তার গণতান্ত্রিক সংস্কারের চূড়ান্ত প্রয়োজন সম্পর্কে শিক্ষা।

দুই, স্থানীয় পার্টি সংগঠনে 'ঝামেলা' এড়ানোর চেষ্টা। যে কমরেড ভুল করেছেন তিনি হয়ত একজন গুরুত্বপূর্ণ ক্যাডার—তিনি যদি তীক্ষ্ণ সমালোচনা বা শাস্তিমূলক পদক্ষেপ সঠিক স্পিরিটে নিতে না পারেন তবে হয়ত আমাদের কাজকর্মের বা নির্বাচনী সম্ভাবনার ক্ষতি হয়ে যাবে, এই আশঙ্কাও কাজ করে অনেক সময়ে। উচ্চতর কমিটির কর্তব্য এই ধরনের সুবিধাবাদী/প্রয়োজনবাদী মনোভাবকে দৃঢ়ভাবে খণ্ডন করা।

যে পার্টি তার অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিণত কমিউনিস্ট মূল্যবোধ প্রত্যাশা করে এবং তা মেনে চলে সেখানে অবশ্যই কোন "দ্বিতীয় লিঙ্গ" থাকে না; সম্পূর্ণ লিঙ্গ সমতা এবং শুধুমাত্র মর্যাদা নয়, ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে মহিলাদের পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার দাবি করা এবং তার জন্য লড়াই করা উচিত। উভয় ক্ষেত্রেই—সমাজে এবং পার্টির মধ্যেও—লড়াই-এ হতে হবে দৃঢ়, ধৈর্য্যশীল এবং দীর্ঘস্থায়ী।

(৫) আদর্শ পরিস্থিতিতে, পার্টির মধ্যে নারী প্রশ্ন বলে কিছু থাকা উচিত নয়, কারণ কমিউনিস্ট পার্টি শ্রেণী, জাত, সম্প্রদায় এবং লিঙ্গগত বৈষম্যের ঊর্ধ্বে। কিন্তু বাস্তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে একথা কম-বেশী ঠিক হলেও, লিঙ্গের ক্ষেত্রে নয়। যেমন ১৯৯২ সালের পঞ্চম সর্বভারতীয় কংগ্রেসের দলিলে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল "পার্টির মধ্যে আমরা এখনও মহিলা ক্যাডারদের গুরুত্বহীনতার সমস্যার সম্মুখীন। মহিলা সদস্যা ও সমর্থকদের মর্যাদা হানির ঘটনাও বারবার ঘটছে। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে আমাদের বহু প্রতিশ্রুতিবান মহিলা ক্যাডার একটা নির্দিষ্ট স্তরের পরে এগিয়ে যেতে ব্যর্থ হন এবং বিভিন্ন জটিলতায় জড়িয়ে পড়েন। সামন্ততান্ত্রিক ও পুরুষ-জাত্যাভিমান ভাল সংখ্যক সদস্য ও ক্যাডারদের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে বিরাজমান। সংক্ষেপে বলতে গেলে এখনো পার্টির মধ্যেকার পরিবেশ বিরাট সংখ্যক মহিলাদের এগিয়ে আনা এবং তাদের দায়িত্বপূর্ণ পার্টিপদে আসার উপযুক্ত নয়"।

অন্যান্য কমিউনিস্ট পার্টিতেও একই সমস্যা ছিল এবং আছে। কারণ কোন শ্রেণী-সমাজই পুরুষতান্ত্রিক অথবা পুরুষ জাত্যাভিমানের ঝোঁক থেকে মুক্ত নয়—যা কমিউনিস্ট পার্টিতে অনুপ্রবেশ করে। লেনিনকে মন্তব্য করতে হয়েছিল, "একজন কমিউনিস্টের (পুরুষ) গায়ে আঁচড় কেটে দেখুন—সংকীর্ণমনা এক মানুষ বেরিয়ে আসবে। অবশ্য স্পর্শকাতর জায়গায় আঁচড় কাটতে

হবে—নারীদের প্রতি তাদের মনোভাবের জায়গাতে।" অন্য কথায়—পরিণত কমিউনিস্টরাও প্রায়শই মহিলাদের সম্পর্কে, সমাজে ও পার্টিতে তাঁদের ভূমিকা সম্পর্কে, অত্যন্ত পশ্চাদপদ, পুরুষতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা পোষণ করে থাকেন। লেনিন আরও বলেছেন, "কেমন করে নারীরা সংকীর্ণ ক্ষুদ্র একঘেয়ে ঘরকন্নার কাজে জরাজীর্ণ হয়ে যায়, তাদের শক্তি ও সময় বিক্ষিপ্ত-বিনষ্ট হয়ে যায়, তাদের মন সংকীর্ণ ও বিস্বাদ হয়ে পড়ে, তাদের হৃদস্পন্দন মন্থর হয়ে পড়ে, ইচ্ছাশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে—তা দেখেও পুরুষরা তাদের আত্মদানকে নীরবে মেনে নেয়—তাদের সংকীর্ণ মনের এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে?" আমাদের কমরেডদের অনেকেই এই "নীরবে মেনে নেওয়ার" দোষে দুষ্ট, এটা কি একটা লজ্জার বিষয় নয়? এটা কি দুর্ভাগ্যজনক নয় যে তাঁদের অনেকে নিজেদের পরিবারে মেয়েদের গার্হস্থ্য একঘেয়েমি থেকে বেরিয়ে রাজনীতিতে যোগদানের জন্য উৎসাহিতও করেন না?

লেনিনকে অনুসরণ করে আমাদের পার্টি এইসব বৈরী প্রবণতার অস্তিত্বের কথা স্বীকার করে, সেজন্য আত্মসমালোচনা করে এবং তার বিরুদ্ধে লড়াই করে—এগুলোকে তুচ্ছ "অরাজনৈতিক" বিষয় বলে উপেক্ষা করে না। ফলে পার্টি পরিবেশে বেশ খানিকটা উন্নতি হয়েছে। এখন আমরা মহিলা পার্টি সদস্য সংগ্রহ এবং নেতৃত্বদায়ী পার্টি পদগুলোতে মহিলা ক্যাডারদের তুলে নিয়ে আসার দিকে আরও অনেক বেশী মনোযোগ দিচ্ছি। এ সত্ত্বেও, আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে অনেক সদিচ্ছা সত্ত্বেও এক্ষেত্রে প্রায়শই আমাদের আসল প্রচেষ্টাগুলো থেকে যায় আনুষ্ঠানিক এবং ওপর-ওপর। উদাহরণস্বরূপ, পার্টি সম্মেলনে ও স্কুলে বেশী মহিলা কমরেডদের মনোনীত করা এবং সহানুভূতির সাথে মহিলা কর্মীদের পার্টি সদস্যপদ দেওয়া ও পুনর্নবীকরণ করাটা পার্টি কমিটিগুলো সহজেই করে থাকে। কিন্তু তাদের শিক্ষা এবং অনুশীলনের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থাপনা পার্টি কমিটিগুলো তৈরী করে কি?

শুধু তাই নয়, মহিলা কমরেডরা যে বিশেষ সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হন তা সমাধান করার বাস্তব পদক্ষেপ নিতে প্রায়শই আমরা ব্যর্থ হই। এমন এক পরিস্থিতির কথা ভাবুন যখন একজন মহিলা ক্যাডার রাজনৈতিক/সাংগঠনিক/আবেগপ্রবণতার দিক থেকে সংকটগ্রস্ত অবস্থায় পড়ে হয়ত আরও কিছু ভুল করে বসেন, ফলে আরও সমালোচনার মুখে পড়েন। এইরকম মুহূর্তে—এবং শুধু এইরকম মুহূর্তেই নয়—সহানুভূতি এবং সদাশয় পিতৃতন্ত্রের দেওয়া "সুরক্ষা" দরকার নয়, বরং দরকার সংবেদনশীল, নমনীয় কিন্তু নীতির ক্ষেত্রে দৃঢ় কমরেডসুলভ আলাপ-আলোচনা। ত্রুটিবিচ্যুতি থাকলে কমরেডটিকে তা দেখানো ও তা কাটাতে তাঁকে সাহায্য করার জন্য গঠনমূলক সমালোচনা এবং বাস্তব অসুবিধাগুলোকে সমাধানের জন্য তাৎক্ষণিক সাংগঠনিক পদক্ষেপ। এইরকম সযত্ন সহায়তা নিয়ে পার্টি কমিটিগুলোকে এগিয়ে আসতে কি আমরা দেখতে পাই?

(৬) লেনিন বলেছেন, "নারীদের মধ্যে আমাদের কমিউনিস্টদের যে কাজ, যে রাজনৈতিক কাজ, তার একটি অঙ্গ হল পুরুষদের মধ্যে ভাল পরিমাণে শিক্ষামূলক কাজ। পার্টি এবং জনগণের মধ্যে থেকে পুরনো 'প্রভুত্বে'র ধারণাকে নিঃশেষে, তার ক্ষুদ্রতম শিকড় পর্যন্ত নির্মূল করতেই হবে আমাদের।"

এখানে অন্তত দুটো বিষয়ে আলোচনা করা দরকার। প্রথমত "পুরুষদের মধ্যে ভাল পরিমাণ

শিক্ষা মূলক কাজ" হল "মহিলাদের মধ্যে পার্টির কাজের অঙ্গ। এটা স্বীকার করে নেওয়াটা যথেষ্ট নয় যে, মহিলা কমরেডদের সাথে পুরুষ কমরেডদেরও শিক্ষার প্রয়োজন—শেষোক্তদেরই (পুরুষ কমরেডদেরই) শিক্ষার এবং মতাদর্শগত রূপান্তরের প্রয়োজন বেশী। এই বিষয়টি প্রথমে দিফু সম্মেলনে (জুলাই ১৯৯৫) এবং তারপর ষষ্ঠ ও সপ্তম পার্টি কংগ্রেসের দলিলে উল্লেখ করা হয়।

"বেনারস কংগ্রেস সঠিকভাবেই এই বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল যে 'মহিলাদের থেকে পুরুষদেরই মহিলাদের ইস্যুগুলোতে বুনিয়াদী মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী বেশী করে শিখতে হবে।' আত্মনির্ভর ও স্বাধীন মহিলা ক্যাডারদের বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এমন সমস্ত পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের বিরোধিতা করার আহ্বান জানিয়েছিল ঐ কংগ্রেস। আহ্বান রেখেছিল মহিলা কমরেডদের প্রয়োজন ও স্পর্শকাতরতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে পার্টির আচার-আচরণের ধরণকেই আগাগোড়া পাল্টে ফেলার।

ফলাফল দেখাচ্ছে যে এইসব কথা বাস্তবে প্রায় রূপায়িতই হয়নি। এ প্রশ্নে গুরুত্ব প্রদানকে তাই আমাদের অব্যাহত রাখতে হবে এবং যেসব বাধা ও সংস্কার পার্টিতে মহিলা সদস্য ও ক্যাডারদের বৃদ্ধি ও বিকাশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে চলেছে তাদের নির্মমভাবে নির্মূল করতে হবে।" (সপ্তম পার্টি কংগ্রেসের রাজনৈতিক-সাংগঠনিক রিপোর্ট থেকে)

দ্বিতীয়ত, "প্রভুত্বের পুরনো ধারণাটি" শুধুমাত্র সমাজের ওপরতলায় নয়—সর্বহারা জনগণের মধ্যেও রয়েছে এবং সর্বহারা পার্টিতেও রয়েছে। একে সমূলে উৎপাটন করাটা আমাদের প্রধান কাজের একটি।

(৭) এ সবকিছুর মানে এই নয় যে সমস্যার অন্যদিকটি উপেক্ষিত থেকে যাবে। নতুন মহিলা ক্যাডারদের বিকাশের কাজ এবং বর্তমান ক্যাডারদের তাত্ত্বিক ও সাংগঠনিক যোগ্যতার আরও মানোন্নয়নের কাজটি এগোবে না, যদি না তাঁদের দুর্বলতাগুলোকে চিহ্নিত ও তা দূর করতে তাঁদের সহায়তা করা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই সপ্তম পার্টি কংগ্রেস "অফিসগুলো এবং কমিটিগুলোর নিয়মিত সক্রিয়তাকে নিশ্চিত করার পাশাপাশি গণমুখী দিশাকে উদ্দীপনার সাথে প্রয়োগ করা"র ওপর জোর দিয়েছিল। তার দলিলে আরও বলা হয়, "অন্তর্মুখী বিতর্ক, আন্ত-পার্টি জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ এবং মতাদর্শের নামে এক ধরনের সংকীর্ণতা ও অনমনীয়তা সংগঠনের গণচরিত্রের বিকাশে এক বিরাট বাধা হয়ে রয়েছে। এ ধরনের পরিবেশ অনেক তরুণী কমরেডকে দূরে সরিয়ে রাখে, যাঁরা হয়তে সংগঠনের বিকাশে এবং মহিলাদের নতুন নতুন ও বৃহত্তর অংশের মধ্যে সংগঠনকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারতেন।"

অবশ্যই সময় ও স্থান বিশেষে উভয় প্রকার সমস্যা ও সম্ভাবনাই ভিন্ন হয়ে থাকে, সুতরাং সংশ্লিষ্ট পার্টি কমিটিগুলোই সমগ্র বাস্তব অবস্থার সামগ্রিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে আরও নির্দিষ্ট ব্যবস্থা নিতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আমরা চতুর্থ পার্টি কংগ্রেসে কমরেড বিনোদ মিশ্রের একটি বক্তব্য স্মরণ করতে পারি। পার্টির ঠিকঠাক নজরদারির অভাবে মহিলা সংগঠন ভালভাবে এগোতে পারছে না—একজন প্রবীণ মহিলা কমরেডের এই বক্তব্যের জবাবে সাধারণ সম্পাদক বলেছিলেন,

"মহিলা কমরেডদের উচিত সাধারণ মহিলা হিসাবে নয়, বরং কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যা হিসাবে এই সমস্যার মূল খুঁজে দেখা। পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে আমাদের সকলেরই খুঁজে দেখা উচিত যে কেন মহিলা সংগঠনগুলো বিকাশলাভ করতে পারল না—তাত্ত্বিক ঘাটতির কারণে নাকি অন্য কোন সমস্যার জন্য। পার্টি যথেষ্ট পথনির্দেশ বা শিক্ষা দেয়নি, কিংবা মহিলাদের অবহেলা করা হচ্ছে—শুধুমাত্র এই কথাগুলো বলে গেলেই সমস্যার সমাধান হবে না। এটি আসলে এক ধরনের সরলীকরণ; এক ধরনের নির্ভরশীলতা এর থেকে বেরিয়ে আসে। মহিলা কমরেডরা যদি এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন তবে সত্যিই তাঁরা এগিয়ে আসতে পারবেন। পার্টি তাঁদের ওপর কিছু দায়িত্ব অর্পণ করেছে—যেমন পত্রিকা চালানো অথবা মহিলা সংগঠন দেখা শোনা করার দায়িত্ব। এই ক্ষেত্রগুলোতে তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে এবং এইভাবেই মহিলাদের মধ্যে থেকে তাত্ত্বিক সম্ভাবনা বিকশিত হতে পারে—যা শুধুমাত্র ক্লাস বা শিক্ষা দিয়ে হতে পারে না। স্বাধীনভাবে নিজেদের অনুশীলনলব্ধ অভিজ্ঞতার সারসংকলন করেই তাঁরা নিজেদের বিকাশ ঘটাতে পারেন। আমাদের পার্টিতে বিশেষত পুরুষ কমরেডদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে থেকে যাওয়া একটি সমস্যার কিছু প্রতিক্রিয়া থাকবেই। কিন্তু মহিলা কমরেডরা যদি তত্ত্বগতভাবে দৃঢ় ক্যাডার ও নেত্রী হিসাবে নিজেদের গড়ে তুলতে এবং প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তাহলে সমস্যার অন্য দিকটিও তাঁদের অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে। ("কমরেড বিনোদ মিশ্র কর্তৃক প্রদত্ত জবাবী ভাষণ", রাজনৈতিক-সাংগঠনিক রিপোর্ট, চতুর্থ পার্টি কংগ্রেস)।

পুরুষতান্ত্রিক/পুরুষ-জাত্যাভিমানী দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানোর "দীর্ঘকালীন সমস্যা" এবং "তত্ত্বগতভাবে দৃঢ় ক্যাডার ও নেত্রী হিসাবে নিজেদের গড়ে তুলতে এবং প্রতিষ্ঠিত করতে" মহিলা কমরেডদের "চ্যালেঞ্জ" গ্রহণ—এই দুই ধরনের কাজের এক দ্বান্দ্বিক সমন্বয়ই হল আসল কথা বা মূল যোগসূত্র। আমরা যদি আমাদের দেশে কমিউনিস্ট মহিলা আন্দোলনকে আরও তীব্র করতে এবং এক বড় সংখ্যক মহিলা সদস্য, সংগঠক এবং নেত্রী গড়ে তুলতে চাই, তবে সমস্ত পার্টি কমরেডকে ও পার্টি কমিটিগুলোকে আজ এই চাবিকাঠি আয়ত্ত করতে হবে।